খাঁ সাহেবের তফছিরের

প্রতিবাদ

প্রথম ভাগ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বসিরহাট, মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জানাব হজরত পীরজাদা মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

বসিরহাট "নবনুর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ২০টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

—— o:※:o ——

খাঁ সাহেবের তফছিরের

প্রতিবাদ

কোরআন শরিফের প্রাচীন কালের অনেক তফছির আছে, শাফেয়ি, মালিকি, হানাফি, হাম্বলি, প্রাচীন আহলে হাদিছ (মোহাদ্দেছগণ), নব্য আহলে হাদিছ (যাহারা কোন মজহাব মান্য করে না), এদেশের লোকেরা তাহাদিগকে অহাবী বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে 'মোহম্মদী' বলিয়া থাকেন, ইহাদের লিখিত অনেক তফছির আছে, তফছির না পড়িলে, কোরআনের অর্থ বুঝা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে, কাহার সম্বন্ধে আয়ত নাজেল হইয়াছিল, কোন্ অর্থে উহা নাজেল হইয়াছিল? এই সমস্তকে শানে নজুল বলা হইয়া থাকে, এই শানে-নজুল তফছিরে লেখা হইয়াছে, হজরতের ছাহাবাগণের সম্মুখে কোরআন নাজেল হইয়াছিল, তাঁহারাই এসম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তাবেয়িগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে তাবা তাবেয়িগণ উক্ত শানে নজুল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহাদের সম্মুখে কোরআন নাজেল হইয়াছিল, যাহারা হজরতের নিকট উহার মর্ম্ম শুনিয়া ছিলেন, বুঝিয়া লইয়াছিলেন, উহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মতই মুছলমান সমাজের পক্ষে একমাত্র মননীয় ও গ্রহণীয়। কলি যুগের মিষ্টার, স্যার, ও খাঁ প্রভৃতি উপাধিধারী সাহেবদের কথা মুছলমান সমাজের নিকট কখনও গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি তফছিরে এৎকানের ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া ওয়াজেব যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) নিজের ছাহাবাগণের নিকট কোরআন শরিফের অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপ তাঁহাদের নিকট উহার শব্দগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমার উপর কোরআন নাজেল করিয়াছি, এই হেতু যে, তুমি লোকদিগের নিকট যাহা যাহা তাহাদিগের উপর নাজেল করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবে।" ইহাতে কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয় বিষয় প্রকাশ করা বুঝা যাইতেছে।

আবু আবদুর রহমান ছালামি বলিয়াছেন, (হজরত) ওছমান বেনে আফ্যান, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা কোরআন পাঠ করিতেন, নিশ্চয় তাঁহারা যখন নবি (ছাঃ)এর নিকট দশ আয়ত শিক্ষা করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা তৎসমস্তের মধ্যে নিহিত এলম ও আমল অবগত হইতেন, ততক্ষণ (অন্য আয়ত শিক্ষা করিতে) অগ্রসর হইতেন না।

আরও ১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

এবনো তায়মিয়া বলিয়াছেন, বেদয়াতিদিগের কয়েক সম্প্রদায়ের ন্যায় যাহারা দলীল ও মর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন, তাহারা কতকগুলি বাতীল মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোরআনের উপর মনোনিবেশ করিয়াছেন, তৎপরে নিজেদের কল্পিত মত ও তফছির সম্বন্ধে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন নাই। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের মজহাবের মূল নিয়ম পদ্ধতিগুলি অনুসারে তফছির সকল রচনা করিয়াছেন, যথা আবদুর রহমান বেনে কয়ছাল আছাম্ম, জাব্বায়ি, আবদুল জাব্বার, রোম্মানি ও জামাখশারি প্রভৃতির তফছির। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লালিত্যপূর্ণ ভাষা প্রয়োগকারি ছিলেন, নিজের কথার মধ্যে গোপন ভাবে বেদয়াত মত সকল নিহিত করিতেন, অথচ অধিকাংশ লোক ইহা অবগত হইতে পারে না, যেরূপ কাশশাফ প্রণেতা প্রভৃতি।

যদি কোন আয়ত সম্বন্ধে ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণ কর্ত্তৃক কোন তফছির উল্লিখিত হইয়া থাকে, আর এক সম্প্রদায় আগমন পূর্ব্বক তাহারা যে মজহাবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে, উহা (শ্রবণ করা) উদ্দেশ্যে উক্ত

আয়তের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করে, অথচ উক্ত মতটী ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত না হয়, তবে সেই সম্প্রদায় এতৎ সম্বন্ধে মো'তাজেলা প্রভৃতি দলের তুল্য হইবে। মূল কথা, যে ব্যক্তি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ও তফছির ত্যাগ করতঃ উহার বিপরীত মত ও তফছির গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি উহাতে ভ্রান্ত, বরং বেদয়াত মতাবলম্বী হইবে, কেননা উক্ত ছাহাবা ও তাবেয়িগণ কোরআনের তফছির ও মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যেরূপ তাঁহারা উক্ত সত্য সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন যাহার সহিত খোদা নিজের রাছুলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আরও ১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা ;—

আবু হিয়ান বলিয়াছেন, তুমি জানিয়া রাখ, কোরআন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগের তফছির সম্বন্ধে প্রাচীন বিদ্বানগণের রেওয়াএত সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগের সম্বন্ধে তাঁহাদের রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই। প্রথম ভাগের তফছির নবি (ছাঃ), ছাহাবা ও প্রধান তাবেয়িগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ছনদ ছহিহ হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ছাহাবার তফছির সম্বন্ধে দেখিতে হইবে- যদি তিনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তফছির করিয়া থাকেন, তবে উহা বিশ্বাস যোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু তাঁহারা আরবি ভাষাভাষী ছিলেন। আর যদি তিনি নাজেল হওয়ার কারণ ও লক্ষণগুলি স্বচক্ষে দর্শন করা সম্বন্ধে তফছির করেন, তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি এ ক্ষেত্রে একদল ছাহাবার তফছির বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে ও এই বিভিন্ন মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে, নচেৎ এবনো-আব্বাছের মত অগ্রগণ্য হইবে। কেননা হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি এবনো-আব্বাছকে কোরআনের মর্ম্ম শিক্ষা প্রদান কর।”

তাবেয়িগণ হইতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ ও শানে-নজুল সম্বন্ধে যাহা কথিত হয়, তাহা বিশ্বাস যোগ্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি বলিয়াছেন, আমি একখানা কেতাব সঙ্কলন করিয়াছি—উহাতে নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের তফছিরগুলি ছনদসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতে দশ সহস্রের অধিক মরফু ও মওকুফ হাদিছ আছে।

আর যে ভাগের সম্বন্ধে প্রাচীন বিদ্বান্‌দিগের কোন রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই, ইহা অতি কম, এই ভাগের পৃথক শব্দগুলি, তৎসমস্তের মর্ম্মগুলি ও শব্দের অগ্র-পশ্চাতের হিসাবে ব্যবহৃত অর্থগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রাচীন তফছিরকারকগণের বিবরণ

এৎকান, ১৮৭।১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

"দশ জন ছাহাবা তফছির সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চারি খলিফা, এবনো-মছউদ, এবনো-আব্বাছ, ওবাই বেনে কা'ব, জয়েদ বেনে ছাবেত, আবু মুছা আশয়ারি ও আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর, চারিখলিফার মধ্যে হজরত আলি (রাঃ) অধিক পরিমাণ তফছির উল্লেখ করিয়াছেন।

অহাব বেনে আবদুল্লাহ, আবুত্তোফাএল হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি হজরত আলির নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার নিকট কোরআন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। খোদার কছম, যে কোন আয়ত হউক না কেন, আমি উহার সম্বন্ধে জানি যে, উহা রাত্রে নাজেল হইয়াছিল, কিম্বা দিবসে, সমতল ভূমিতে নাজেল হইয়াছিল, অথবা পর্ব্বতে।

খোদার কছম আমি জানি, কোন্ আয়ত কোন্ সম্বন্ধে কোন্ সময়ে নাজেল হইয়াছিল। হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) হজরত আলি (রাঃ) অপেক্ষা অধিক তফছির বর্ণনা করিয়াছেন। এবনো জরির প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার কছম, কোরআনের যে কোন আয়ত নাজেল হইয়াছে, আমি জানি, উহা কাহার সম্বন্ধে ও কোন্ সময় নাজেল হইয়াছিল।

যদি আমি আমা অপেক্ষা সমধিক কোরআন-তত্ত্ববিদের সন্ধান জানিতাম ও উটে আরোহণ করতঃ তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইত, তবে আমি তাহাই করিতাম।

তাবেয়ি-তফছিরকারকগণ

এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, মোজাহেদ, আতা বেনে-আবি রোবাহ, এবনো-আব্বাছের আজাদ করা গোলাম একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর, তাউছ প্রভৃতি মক্কাবাসিগণ বিচক্ষণ তফছির তত্ত্ববিদ ছিলেন। আবদুর রহমান

বেনে জয়েদ ও মালেক বেনে আনাছ উক্ত জয়েদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এসম্বন্ধে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, মোজাহেদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ফজলে বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, মোজাহেদ বলিয়াছেন, আমি তিন বার হজরত এবনো-আব্বাছের নিকট কোরআন পেশ করিয়াছি। প্রত্যেক আয়তের নিকট থামিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম যে, উহা কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে এবং কিরূপে নাজেল হইয়াছিল। খোছাএফ বলিয়াছেন, মোজাহেদ তফছির সম্বন্ধে তাবেয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন। নাবাবী বলিয়াছেন, যদি তোমার নিকট মোজাহেদ কর্তৃক তফছির উপস্থিত হয়, তবে উহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, এইহেতু এমাম শাফেয়ি, বোখারি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ তাঁহার তফছিরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি বলিয়াছেন, ফরইয়াবি নিজের তফছিরে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাবেয়িদিগের মধ্যে ছইদ বেনে জোবাএর ছিলেন। ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, চারিজন লোকের নিকট হইতে তফছির শিক্ষা কর—ছইদ বেনে জোবাএর, মোজাহেদ, একরামা ও জোহাক। কাতাদা বলিয়াছেন, তাবেয়িদিগের মধ্যে চারিজন শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন।—আতা বেনে আবি রোবাহ হজ্বের মাছায়েল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন; ছইদ বেনে জোবাএর তফছির সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন; একরামা জীবন চরিত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন এবং হাছান হালাল ও হারাম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন।

তাবেয়িদের মধ্যে এবনো আব্বাছের মুক্ত গোলাম একরামা। শা'বি বলিয়াছেন, একরামা অপেক্ষা সমধিক কোরআন তত্ত্ববিদ্ আলেম কেহ বাকী নাই। একরামা বলিয়াছেন, এবনো আব্বাছ আমার পায়ে শৃঙ্খল স্থাপন করিয়া আমাকে কোরআন ও হাদিছ শিক্ষা দিতেন। আমি কোরআন সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তাহা (হজরত) এবনো আব্বাছের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাবেয়িদিগের মধ্যে হাছান বাছারি, আতা বেনে আবি রোবাহ, আতা বেনে আবি ছালমা খোরাছানি, মোহাম্মদ বেনে কা'ব কোরাজি, আবুল আলিয়া, জোহাক বেনে মোজাহেম, আতিয়া ভোল উফি, কাতাদা; জয়েদ বেনে

আছলাম, মোরাতোল হামদানি, আবু মালেক, রবি বেনে আনাছ ও আবদুর রহমান বেনে জয়েদ প্রাচীন তফছির তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, ইহারা অধিকাংশ মত ছাহাবাগণ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই তাবাকার পরে কতকগুলি তফছির সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎসমস্তের মধ্যে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত সংগৃহীত হইয়াছিল, যেরূপ ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, অকি বেনেল জার্রাহ, শো'বা বেনেল্ হোজ্জাজ, এজিদ বেনে হারুন, আবদুর রাজ্জাক, আদম বেনে এয়াছ, এছহাক বেনে রাহওয়াহে, রুহ বেনে ওবাদা, আব্দ বেনে হোমাএদ, ছইদ ও আবু বকর বেনে আবি শায়বা প্রভৃতির লিখিত তফছির সমূহ। তাঁহাদের পরে এবনো জরির তাবারির তফছির, ইহাই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম তফছির। এবনো আবি হাতেম, এবনো মাজা, হাকেম, এবনো মারদাওয়াহে এবনো হাব্বান, এবনোল মোঞ্জের, ও অন্যান্য বিদ্বান্‌গণের লিখিত তফছির সমূহ। উপরোক্ত তফছির গুলির মধ্যে প্রত্যেক তফছিরে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়িগণের রেওয়াএত গুলি ছনদ সহ লিখিত হইয়াছে।

সমস্ত তফছিরে কেবল রেওয়াএত গুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু এবনো জরির রেওয়াএত গুলির কারণ নির্দ্ধারণ ও একটাকে অপরটার উপর প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এ,রাব প্রকাশ ও মছলা আবিষ্কার করিয়াছেন, এই হেতু এই তফছির অন্যান্য তফছিরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এৎকান, ২।১৯১।

সমস্ত বিদ্বান্ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এবনো জরির তাবারির তফছিরের তুল্য কোন তফছির সংগৃহীত হয় নাই।

এমাম নাবাবী তহজিবে লিখিয়াছেন, এই তফছির খানা অতুলনীয়।
আরও ১৭৮।১৮৯।

হজরত এবনো আব্বাছকে তারজোমানোল কোরআন বলা হইয়া থাকে, হজরত এবনো মছউদ তাহাকে ইহা বলিয়াছিলেন।

মোজাহেদ তাঁহাকে বিদ্যার সাগর বলিয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক অসংখ্য তফছির উল্লিখিত হইয়াছে। আবিছালেহ, মোয়াবিয়া বেনে ছালেহ, আলি

বেনে আবিত্তালহা, এবনো আব্বাছ এই ছনদটী বোখারি, এবনো জরির, এবনো আবি হাতেম ও এবনোল মোঞ্জের মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

এবনো জোরাএজের তফছির ছহিহ, কিম্বা উহার নিকট। উহাতে জইফ তফছিরও আছে।

আতা বেনে দীনারের তফছির গ্রহণ যোগ্য। আবি রওকের তফছির ছহিহ।

এছমাইল ছোদী হজরত এবনো মছউদ ও এবনো আব্বাছের যে তফছির বর্ণনা করিয়াছেন, ছত্তরি ও শো'বা তাঁহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহা সমধিক উৎকৃষ্ট।

এবনো জরির অনেক ক্ষেত্রে ছোদীর রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া থাকেন। এবনো কছির বলেন, ইহা কয়েকটী বিষয় গরিব আছে।

মোকাতেলের তফছিরের ব্যাপার এই যে, বিদ্বানগণ তাহাকে জইফ বলিয়াছেন তিনি বড় বড় তাবেয়ির সময় পাইয়াছিলেন। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, মোকাতেলের তফছির গ্রহণ যোগ্য।

কয়েছ, আতা বেনে ছাএব, ছইদ বেনে জোবাএর, এবনো আব্বাছ এই ছনদটী এমাম বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ ফেরইয়াবি ও হাকেম অনেক ক্ষেত্রে এই রেওয়াএতটী উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো এছহাক, মোহম্মদ বেনে আবি মোহাম্মদ, এক্‌রামা, কিম্বা ছইদ বেনে জোবাএর, এবনো আব্বাছ এই ছনদটী উৎকৃষ্ট হাছান।

এবনো জরির, এবনো আবি হাতেম ও তেবরাণি অনেক ক্ষেত্রে এই ছনদটী গ্রহণ করিয়াছেন। কলবি, আবু ছালেহ, এবনো আব্বাছ এই ছনদটী নিতান্ত জইফ, ইহার সঙ্গে ছোট ছোদির রেওয়াএত যোগ করিলে, মিথ্যার বহর হইবে। ইহার পরে মোকাতেলের দরজা, ছা'লাবি ও ওয়াহেদী অনেক ক্ষেত্রে কলবীর রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবনো আদি কামেলে লিখিয়াছেন, কলবীর কতকগুলি রেওয়াএত গ্রহণের যোগ্য।

জোহাক বেনে মোজাহেম ও এবনো আব্বাছের ছনদ মোনকাতা, কেননা জোহাক এবনো আব্বাছের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এবনো জরির ও এবনো আবি হাতেম এই ছনদটী গ্রহণ করিয়াছেন।

জোওয়ায়বের জোহাক নিতান্ত জইফ; এবনো জরির ও এবনো আবি হাতেম এই ছনদটী গ্রহণ করেন নাই। এবনো হাব্বান ও এবনো মারদাওয়াহে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

উফি, এবনো আব্বাছ, এজনো জরির ও এবনো আবি হাতেম অনেক ক্ষেত্রে এই ছনদটী বর্ণনা করিয়াছেন।

উফি জইফ হইলেও নিতান্ত জইফ নহেন, তেরমেজি তাহার ছনদকে হাছান বলিয়াছেন।

আবু জাফর রাজি, রবি বেনে আনাছ, আবুল আলিয়া, ওবাই বেনে কা'ব, এই ছনদটী ছহিহ, এবনো জরির, এবনো আবি হাতেম হাকেম ও আহমদ অনেক ক্ষেত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তফছির কারকগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের কারণ

তফছির কারকের পক্ষে ওয়াজেব যে, তিনি যেন নবী (ছাঃ), তাহার ছাহাবাগণ ও তাবেয়িগণের রেওয়াএতের উপর আস্থা স্থাপন করেন এবং অভিনব মতগুলি হইতে পরহেজ করেন। যদি তাঁহাদের মতগুলির মধ্যে অনৈক্য ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উভয় মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে ;—

যথা :—صراط مستقيم এর সম্বন্ধে যদি সমালোচনা করিতে চাহেন, তবে বলি, তৎসম্বন্ধে প্রাচীনদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত একই উদ্দেশ্য পথের দিকে ধাবিত হয়, কাজেই অন্যান্য সমতা স্থাপনের উপযুক্ত মতগুলির অন্তর্গত হইবে। (ছেরাতোল মোস্তাকিম সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের মতগুলি এই) কোরআন নবিগণের পথ, ছুন্নতের পথ নবি (ছাঃ)এর পথ ও আবুবকর ও ওমারের পথ, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, কাজেই তৎসমস্তের মধ্যে কোন একটী উল্লেখ করিলে, সত্য পরায়ণ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি তাঁহাদের মতগুলি বৈষম্য সূচক হয়, তবে নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাদের ছহিহ রেওয়াএতের দিকে ব্যবস্থাটী উপস্থিত করিবে, আর যদি রেওয়াএত ছহিহ প্রাপ্ত না হয়, এবং উভয় মতের মধ্যে একটীকে প্রবল প্রতিপন্ন করা দলীল সাক্ষেপ হয়, তবে প্রবল দলীলে প্রতিপন্ন মতটী অগ্রগণ্য বলিয়া ধারণা করিবে।

আমি এই প্রবন্ধে খাঁ সাহেব যে স্থলে কাদিয়ানি কিম্বা নেচারিদিগের মত সমর্থন করিয়াছেন, তৎসমস্তের উল্লেখ করিব।

(১) ছুরা বাকারার ২৯ আয়ত ;—

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ق ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سموات ط وهو بكل شيء عليم *

তিনিই উক্ত জাত যিনি জমির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন, পরে তিনি তৎসমস্তকে শৃঙ্খলা সহ সাত আছমান স্থির করিলেন, তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ।

খোলাছাতোত্তাফাছির, ১।২৩ পৃষ্ঠাতে উহার অনুবাদ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

پهر قصد كيا طرف آسمان كے پس درست كرديے سات آسمان *

"তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন, পরে সাত আছমান ঠিক করিলেন।"

তফছিরে রউফি, ৩২ পৃষ্ঠা ;—

ثم استوى الى السماء = پيچهے پيدا كرنے زمين كے قصد فرمايا طرف پيدا كرنے آسمان كے فسوهن سبع سموات پس درست اور راست كيا بے قصور انكو سات آسمان *

"জমি সৃষ্টি করার পরে তিনি আছমান সৃষ্টি করার দিকে মনোযোগী হইলেন, তৎপরে তিনি উহাকে বিনা ত্রুটী ঠিক ও সোজা সাত আছমান করিলেন।"

তফছিরে হাক্কানি, ১।১৫৯ পৃষ্ঠা,—

پهر آسمان كی طرف متوجه هوا تو انكو سات آسمان بنايا *

তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইয়া উহাকে সাত আছমান বানাইলেন।"

মাওলানা আনাবী সাহেবের বায়ানোল-কোরআন ১১১৪ পৃষ্ঠা,—

پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف سو درست کرکے بنادے انکو سات آسمان •

তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইয়া উহাকে ঠিক করিয়া সাত আছমান বানাইলেন।"

মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব মুজেহোল-কোরআনের ৬১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

پھر سب پیدا کرکے قصد کیا آسمان کی طرف پھر درست کئے سات آسمان •

"পরে সমস্ত পয়দা করিয়া আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন, তৎপরে সাত আছমান ঠিক করিলেন।"

মাওলানা রফি উদ্দিন সাহেব উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন;—

پھر قصد کیا طرف آسمان کے پھر درست کیا انکو سات آسمان •

"তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইয়া উহাকে সাত আছমান ঠিক করিলেন।"

পাদরি আহমদ সাহেব উর্দ্দু অনুবাদে লিখিয়াছেন,—

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ٹھیک سات آسمان بنا دئے •

"পরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন, তৎপরে উহাকে ঠিক করিয়া সাত আছমান বানাইলেন।"

মাওয়াহেবোর-রহমান, ১১০৩ পৃষ্ঠা;—

پھر جانب آسمان مستوی ہوا پس انکو ٹھیک کرکے سات آسمان بنایا ◎

"তৎপরে তিনি আছমানের দিকে মনোযোগী হইয়া ঠিক করিয়া সাত আছমান করিলেন।"

ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ সাহেব তফছিরোল-কোরআন বেন-কোরআন' এর ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فسوهن سبع سموات —

پس اُنکو سات آسمانوں میں درست کیا ◎

"পরে উহাকে সাত আছমানে স্ববিন্যস্ত করিলেন।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী ফৎহোর-রহমান নামক ফার্সি অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

باز متوجه بسوی آسمان پس راست کرد آن هفت آسمان را *

পরে আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন, তৎপরে ঐ সাত আছমানকে ঠিক করিলেন।"

শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তফছিরে আজিজের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,—

باز راست متوجه شد بسوی آسمان – پس درست ساخت آن آسمانها را – هفت آسمان *

"তৎপরে তিনি সোজা আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন। তৎপরে উহা সাত আছমান ঠিক করিলেন।"

মোল্লা হোছাএন কাশেফি তফছিরে হোছাএনির ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,—

پس از آفریدن زمین قصد کرد بسوی آفرینش آسمان پس راست کرد بی فتور و اعوجاج و خلل آنها هفت آسمان ◎

তিনি জমি পয়দা করার পরে আছমান পয়দা করার দিকে মনোযোগী হইলেন, পরে বিশৃঙ্খলাহীন বক্রতাহীন ও ত্রুটীহীন অবস্থায় সাত আছমান ঠিক করিলেন।

মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব অনুবাদের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"পরে আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া সাত আসমান বানাইলেন।"

গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তৎপরে তিনি আসমানের প্রতি মনোযোগী হইয়া সাত আসমান করিয়া সেই সকল রচনা করিলেন।"

তফছিরে বাহরে মুহিতের ৮।৪১১ পৃষ্ঠায়, তফছিরে কবিরের ৮।৩০৪ পৃষ্ঠায়, রুহোল বায়ানের ৪।৫৫৯ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল মনিরের ৪।৪৬৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরে রহমানের ২।৩৮৪ পৃষ্ঠায় মায়ালেম ও খাজেনের ৭।১৬৬ পৃষ্ঠায় এবনো-জরিরের ৩০।৩।৪ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ৫।১৬৯ পৃষ্ঠায়, এবনো কছিরের ১০।১৪৩ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বায়ানের ১০।১৬১ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল কাদিরের ৫।৩৫৩।৩৫৪ পৃষ্ঠায় ও রুহোল মায়ানির ৯।৩৭০ পৃষ্ঠায়, ছুরা আমের و بنينا فوقكم سبعا شدادا এর তফছিরে সুদৃঢ় সপ্তের অর্থ সাতটী সুদৃঢ় আছমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু মৌঃ আকরম খাঁ সাহেব আমপারার তফছিরের ১৬৬।১৬৭ পৃষ্ঠায় উহার অর্থ সাতটী গ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো জরির তাবারি, ১।১৪৯ পৃষ্ঠা।

ছুদ্দি আবু মালেক ও আবু ছালেহ হইতে, তাহারা এবনো আব্বাছ হইতে আর তিনি মোর্রা হইতে, তিনি এবনো মছউদ হইতে আরও কতক ছাহাবা হইতে এই আয়তের তফছিরে বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার আরশ পানির উপর ছিল, তিনি যাহা ইতিপূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত পানির পূর্ব্বে অন্য বস্তু তিনি পয়দা করেন নাই। যখন আল্লাহ সৃষ্টি পয়দা করার ইচ্ছা করিলেন, তখন পানি হইতে ধুম বাহির করিলেন, উহা পানির উপর উচ্চ হইয়া পড়িল, উহাকে ছামা নাম দিলেন। তৎপরে পানি শুষ্ক হইয়া গেল, উহাকে একটী জমিরূপে পরিণত করিলেন, তৎপরে উহা ফাড়িয়া রবি ও সোমবার এই দুই দিবসে সাতটী জমি করিলেন। জমিকে মৎস্যের উপর স্থাপন করিলেন, খোদা ن و القلم এই স্থলে উক্ত মৎস্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্য পানির উপর, পানি উজ্জল প্রস্তরের উপর, প্রস্তরকে বায়ুর উপর স্থাপন করিলেন। এই প্রস্তরের কথা লোকমান (আঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহা আছমানে নাই এবং জমিনে নাই।

ছুরা লোকমান, ২ রুকু ;—

فتكن فی صخرة او فی السموات او فی الارض يأت بها الله ○

মৎস্য নড়িয়া উঠিল, ইহাতে জমি বিকম্পিত হইতে লাগিল, তখন আল্লাহ উহার উপর পর্ব্বতমালা স্থাপন করিলেন, তখন উহা স্থির হইয়া গেল। ইহাই و جعل لها رواسی ان تميد بكم এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

আল্লাহ উহাতে পর্ব্বত মালা, উহার অধিবাসিগণের খোরাক, উহার বৃক্ষরাজি এবং যাহা উহার জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মঙ্গল ও বুধবারে এই দুই দিবসে সৃষ্টি করিলেন। ইহা انكم لتكفرون بالذى خلق الارض الخ ছুর হামিম ছেজদার এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপরে আল্লাহ ধূম অবস্থায় যে আছমান ছিল উহার সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হইলেন, পানি হইতে যে বাষ্প উত্থিত হইয়াছিল, উহাই উক্ত ধূমের মূল। তৎপরে আল্লাহ উহাকে এক আছমানে পরিণত করিলেন, পরে উহা ফাড়িয়া বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দুই দিবসে সাত আছমানে পরিণত করিলেন। জুমার দিবসকে এই হেতু জুমা বলা হইয়াছে যে, উহাতে আছমান সকল ও জমির যাবতীয় বিষয় সঙ্ঘ করা হইয়াছিল। আল্লাহ প্রত্যেক আছমানে উহার কার্য্যের অহি নাজেল করিলেন। প্রত্যেক আছমানে ফেরেশতাগণ, সমুদ্র ও বরফের পর্ব্বতমালা এবং লোকের জ্ঞানের অগোচর বিষয়গুলি সৃষ্টি করিলেন। নিম্ন আছমানকে নক্ষত্রমালা দ্বারা বিভূষিত করিলেন, তিনি উহার ভূষণ স্বরূপ ও শয়তান জাতি হইতে রক্ষণাবেক্ষণের উপায় স্থির করিলেন। ইহাই ◎ خلق السموات و الارض كانتا رتقا ففتقنهما এই আয়তের মর্ম্ম।

এমাম জালালুদ্দিন ছাইউতি দোরেল-মনছুরের ১।৪২পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এবনো-আবু হাতেম, এবনোল-মোঞ্জের ও বয়হকি উক্ত ছনদে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আপনারা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইতে পারিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ, এবনো-মছউদ প্রভৃতি ছাহাবাগণ নবি (ছাঃ) হইতে কোরআনের তফছির শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাকে হুকুমি মরফু হাদিছ বলিতে হইবে।

এবনো-জরির, ১।১৪৯ পৃষ্ঠা ;—

মোজাহেদ বলিয়াছেন, আল্লাহ জমি সৃষ্টি করিলেন, উহা হইতে ধূম সমুত্থিত হইল, ইহাই ◎ ثم استوى الى السماء و هى دخان এই আয়তের অর্থ। তৎপরে আল্লাহ উহা সাত আছমান ঠিক করিলেন, একটী অপরটীর উপরি ভাগে। আরও সাতটী জমিন স্থির করিলেন, একটী অপরটীর নিম্ন দেশে।

এমাম ছাইউতি দোর্রে-মনছুরের ১৪২ পৃষ্ঠায় আবদুর-রাজ্জাক, আব্দ বেনে হোমাএদ, এবনো-আবি হাতেম ও আবুশ-শায়খ হইতে উক্ত রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন।

এবনো-জরির, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

কাতাদা বলিয়াছেন, আল্লাহ সাতটী আছমান পয়দা করিয়াছিলেন, উহার একটি অপরটির উপরি ভাগে। এক আছমান হইতে অন্য আছমান ৫ শত বৎসরের ব্যবধান।

এবনো-জরির, ১।১৫০ পৃষ্ঠা ;—

আবদুল্লাহ বেনে ছালাম বলিয়াছেন, আল্লাহ রবিবার হইতে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে রবি ও সোমবারে জমিগুলি সৃষ্টি করিলেন, উহার অধিবাসিদের খোরাক ও পর্ব্বতমালা মঙ্গল ও বুধবারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে আছমানগুলি সৃষ্টি করিলেন, শুক্রবারের শেষ ভাগে উহা সাঙ্গ করিয়া আদমকে সৃষ্টি করিলেন, এই শুক্রবারের শেষ সময়ে কেয়ামত উপস্থিত হইবে।

দোর্রে মনছুর, ১।৪৩ পৃষ্ঠা ;—

দারমি, আবদুল্লাহ বেনে আমর হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্ট জগত সৃজন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আরশ পানির উপর ছিল, আছমান ও জমি ছিল না, আল্লাহ বায়ু সৃষ্টি করিয়া পানির উপর প্রবাহিত করিলেন, এমন কি উহার তরঙ্গমালা তরঙ্গায়ীত হইতে লাগিল, পরে তিনি পানি হইতে ধূম, কর্দ্দম ও ফেনা বাহির করিলেন, ইহাতে তিনি ধূমকে হুকুম করিলেন, উহা উর্দ্ধগামি হইয়া বৃহদাকারে পরিণত হইল, উহা হইতে আছমান-গুলি, কর্দ্দম হইতে জমিগুলি ও ফেনা হইতে পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিলেন।

উক্ত পৃষ্ঠা ,—

আহমদ, আব্দ বেনে হোমাএদ, আবু দাউদ, তেরমেজি হাছান ছনদে, এবনো মাজা, দারমি, এবনো আবিদ্দুনইয়া, এবনো আবি আছেম, আবু ইয়ালি, এবনো খোজায়মা, এবনো আবি হাতেম, তেবরানি, হাকেম ছহিহ ছনদে ও বয়হকি হজরত আব্বাছ বেনে আব্দুল মোত্তালেব হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমরা নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন,

তোমরা জান কি, আছমান ও জমির মধ্যে ব্যবধান কি পরিমাণ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, উভয়ের মধ্যে ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান। এক আছমান হইতে অন্য আছমান ঐ পরিমাণ ব্যবধান, প্রত্যেক আছমান পুরু ঐ পরিমাণ, সপ্তম আছমানের উপর একটী সমুদ্র আছে উহার উপরি ও নিম্ন অংশের দূরত্ব আছমান ও জমি পরিমাণ, উহার উপর আটটী পাহাড়ি ছাগ আকৃতি ধারি ফেরেশতা আছেন, উহার নিতম্ব হইতে পায়ের ক্ষুর পর্য্যন্তের দূরত্ব আছমান ও জমি পরিমাণ।

এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে, বাজ্জাজ, বয়হকি প্রভৃতি হজরত আবু জার হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, জমি হইতে আছমান, এক আছমান হইতে অন্য আছমান, এরূপ সপ্তম আছমান পর্য্যন্ত, একটী জমি হইতে অন্য জমি ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান। সপ্তম আছমান হইতে আরশ পর্য্যন্ত সমস্ত আছমান ও জমির পরিমাণ ব্যবধান।

উহার ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা,—

তেরমেজি আবু হোরায়রা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমরা নবি (ছাঃ)এর নিকট বসিয়া ছিলাম, এমতাবস্থায় একটী মেঘ উপস্থিত হইল, ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমরা জান ইহা কি? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ইহা মেঘ, ইহা জমিনের পানি বাহক উষ্ট্রের তুল্য, আল্লাহ উহাকে এরূপ সম্প্রদায়ের দিকে পরিচালিত করিতেছেন যে, তাহারা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে না। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা জান, উহার উপর কি আছে? তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, উহা আছমান, একটী সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ এবং পতিত হইতে পারে না এরূপ তরঙ্গ স্বরূপ। তৎপরে হজরত বলিলেন, তোমরা জান, তোমাদের মধ্যে এবং উহার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান আছে? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, তোমাদের মধ্যে ও উহার মধ্যে ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান। তৎপরে তিনি বলিলেন, উহার উপর দুইটি আছমান আছে, এতদুভয়ের মধ্যে ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান। এমন কি সাতটী আছমান গণনা করিলেন, প্রত্যেক দুই

আছমানের মধ্যে আছমান জমিন পরিমাণ ব্যবধান আছে। তৎপরে তিনি বলিলেন, উহার উপর কি আছে? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, উহার উপর আরশ আছে।

তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা জান, তোমাদের নিম্নে কি আছে? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, জমিন। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা জান, উহার নিম্নে কি আছে? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, দ্বিতীয় জমিন, এই দুই জমিনের মধ্যে ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান আছে। পরে তিনি সাতটী জমি গণনা করিলেন, প্রত্যেকে দুইটী জমির মধ্যে ৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান।

ফৎহোল-বায়ান, ১১৭৮ পৃষ্ঠা ও ফৎহোল কদির, ১৪৭।৪৮ পৃষ্ঠা ;—

এস্থলে স্পষ্টাক্ষরে আছমান সাতটী হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। জমির সংখ্যা সম্বন্ধে কোরআনে কেবল ছুরা তালাকে ومن الارض مثلهن উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ হইলেও সহিহ মত এই যে, আছমানের তুল্য সংখ্যাতে সাত, উহা পৃথক পৃথক, একটী অন্যটীর উপর আছে। ছহিহ বোখারিতে আছে, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অত্যাচার ভাবে জমির এক বিঘত পরিমাণ আত্মসাৎ করে, সাত তবক জমি হইতে উহা লইয়া তাহার গল বন্ধন করা হইবে। ইহা (হজরত) আএশা ও ছইদ বেনে জায়েদ কর্ত্তৃক রেওয়াএত করা হইয়াছে।

এমাম রাজি আছমান সাত কিম্বা আট, এসম্বন্ধে ফিলোছফিদের মত উল্লেখ করতঃ বিস্তারিত ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের এই অমূলক কল্পনা-জল্পনা তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, মানবীয় বুদ্ধি বিবেকের এই সমস্ত তথ্য জানার কোন অধিকার নাই এবং উহার সৃষ্টি কর্ত্তার এলম ব্যতীত উহা আয়ত্ত করিতে কেহই পারে না। কাজেই কোরআন ও হাদিছে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

যদি কেহ বলেন, সাতটী আছমানের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝা যায় যে, ইহা অপেক্ষা অধিক আছমান নাই। সত্য মত এই যে, ইহা বুঝা যায় না, ইহাতে তিনি দার্শনিকদের মতে সাতের অধিক আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সাতের অধিক আছমানের অস্তিত্বের কথা বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং আমরা কেবল সেই সাত আছমানেরই কথা স্বীকার করিব। শরিয়তের পক্ষ হইতে উহার অধিক আছমান থাকার সমর্থন না পওয়া পর্য্যন্ত আমরা দার্শনিকদের কথার উপর আমল করিতে পারিব না। আর শরিয়তও ইহা প্রকাশ করে নাই।

ফৎহোল-বায়ান, ৯।৪১৮ পৃষ্ঠা ;—

ছুরা তালাক,—

الله الذى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن *

অর্থ—আল্লাহ তিনি যিনি সাত আছমান এবং জমি হইতে উহাদের তুল্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তুলনার অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে। অধিক সংখ্যক বিদ্বান বলেন, উহা সাত স্তর জমি, একটী স্তর অন্য স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত, এক স্তর হইতে অন্যস্তর ঐ পরিমাণ ব্যবধানে আছে যেরূপ আছমান ও জমির মধ্যে ব্যবধান আছে। প্রত্যেক জমিনের মধ্যে অধিবাসী আছে। কেহ কেহ বলেন, জমির সাত স্তর আছে সত্য, কিন্তু মিলিত ভাবে আছমানের বিপরীত আছে।

কোরতবী বলেন, প্রথম মতটী সমধিক ছহিহ। কেননা ছহিহ বোখারি, তেরমেজি ইত্যাদির হাদিছ উক্ত মতের সমর্থন করে। ছহিহ মোছলেমে ছইদ বেনে জায়েদের এই হাদিছটী আছে ;—

"যে ব্যক্তি এক বিঘত মৃত্তিকা অত্যাচার করিয়া লইবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস সাত তবক হইতে উহা লইয়া তাহার গলায় লাগাইয়া দিবেন।

অন্য হাদিছে নবি (ছাঃ) খোদাকে সাত আছমানের প্রভু ও সাত জমিনের প্রভু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সাত আছমানের কথা যে কেবল কোরআনে আছে, তাহা নহে, প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

রবি আদি পুস্তক, ১ অঃ ১ম পদ ;—

في البدء خلق السموات و الارض *

প্রথমে আল্লাহ আছমান সকল ও জমি সৃষ্টি করিলেন।

বাংলা আদি পুস্তক—আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

৬—পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক

৭—ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জলকে পৃথক করিলেন।

৮—তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশ মণ্ডল রাখিলেন।

১৪—১৫ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবাকে বিভিন্ন করনার্থে আকাশ-মণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গন হউক, সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসেরও বৎসরের জন্য হউক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশ মণ্ডলের বিতানে থাকুক,

১৬—তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য এক মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্র সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন।

১৮—ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃ সমূহকে আকাশ মণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এই প্রচলিত তওরাতের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায় যে, আছমান পৃথক বস্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র মালা (গ্রহ উপগ্রহ) পৃথক বস্তু, প্রথমে আছমান প্রস্তুত করা হয়। পরে উহার মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ স্থাপন করা হয়।

কোরান ছুরা নুহ ;—

الم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقا و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا *

"তুমি কি দেখ নাই? কি প্রকারে আল্লাহ স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎসমস্তের মধ্যে চন্দ্রকে জ্যোতিঃ স্থাপন করিয়াছেন এবং সূর্য্যকে প্রদীপ স্থির করিয়াছেন।"

ইহা অবিকল তওরাতের কথা, আছমান পৃথক বস্তু, চন্দ্র সূর্য্য পৃথক বস্তু, উভয়কে উক্ত আছমানে স্থাপন করিয়াছেন।

ছুরা ছাফ্‌ফাত ;—

انا زينا السماء الدنيا بزينة ن الكواكب *

"নিশ্চয় আমি প্রথম আকাশকে নক্ষত্রমালার ভূষণে ভূষিত করিয়াছি।"

মানুষের শরীরে ভূষণ থাকিলে, কি ভূষণ মানুষ হইয়া যায়? এইরূপ নক্ষত্র মালা আকাশের ভূষণ স্বরূপ, কাজেই আছমান ও গ্রহ উপগ্রহ এক হইবে কিরূপে?

আদি পুস্তক, ৭ অঃ, ১১।১২ পদ ;—

১১ গগনস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল।

১২ তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি অতিবৃষ্টি হইল।

৮ অঃ ২।৩ পদ ;—গগনস্থ দ্বার সকল বদ্ধ ও আকাশের অতিবৃষ্টি নিবৃত্ত হওয়াতে.........

উহাতে বুঝা যায় যে, আছমানের দ্বার আছে, উহা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আছমান হইতে বারি বর্ষণ হয়। কোরআনে অবিকল এইরূপ আছে ;—

ছুরা আম,—

وفتحت السماء فكانت ابوابا *

আছমান উদ্ঘাটিত করা হইবে, পরে উহা বহু দ্বার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে।

আদি পুস্তক, ১৯,২৪—২৬।

এমন সময়ে সদা প্রভু আপনার নিকট হইতে গগন হইতে সদোমের ওঘমোরার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষাইয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল, নগর নিবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তু উৎপাটন করিলেন।

কোরআনের ছুরা নুরে আছে ;—

و امطرنا عليها حجارة من سجيل ●

ইহাতে আছমানে পাথর থাকা বুঝা যায়।

ছুরা নুর, ৬ রুকু ;—

و ينزل من السماء من جبال فيها من برد *

এই আয়তে আছমানে বরফের পাহাড় থাকা বুঝা যায়।

মথি, ৩।১৬—পরে যীশু অবগাহিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ তাহার নিমিত্ত স্বর্গ (বা আকাশ) খুলিয়া গেল।

আরবী ইঞ্জিল—

و اذا السموات قد انفتحت له ◎

প্রকাশিত বাক্যে ৮।১০। তখন তাহার জন্য আছমান সকল খুলিয়া গেল। প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে পড়িয়া গেল।

আরও ১৬।২১।

আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ শিলা বর্ষণ হইল।

কোরআনে আছমানের দরওয়াজের কথা আছে ;—

ছুরা আরাফ, ৫ রুকু ;—

ان الذين كذبوا بايتنا و استكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء و لا يدخلون الجنة ◎

নিশ্চয় যাহারা আয়তগুলির উপর অসত্যারোপ করিয়াছেন এবং উহার উপর অহঙ্কার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আছমানের দ্বারগুলি খোলা হইবে না এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ছুরা হেজরত, ১ম রুকু ;—

و لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ۝ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون *

আর যদি আমি তাহাদের উপর আছমানের একটী দ্বার খুলিয়া দেই, তৎপরে তাহারা উহার উপর আরোহণ করে, তবে তাহারা বলিবে, আমাদের নজর বান্ধ করা হইয়াছে, বরং আমাদের সম্প্রদায়ের উপর জাদু করা হইয়াছে।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলি, "বায়ানোল-কোরআনে"র ১।৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

সাত আছমানের অর্থ সাতটী বড় বড় নক্ষত্র কিম্বা গ্রহগুলির কক্ষপথ।"

স্যার ছাইয়দ আহমদ নিজ তফছিরের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, উহার অর্থ—শূন্য মার্গের সাত ভাগ যাঁহা গ্রহগুলির জন্য পৃথক পৃথক স্তর বলিয়া অনুমিত হয়।

মৌঃ আকরম খাঁ সাহেব স্বীয় তফছিরের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

আল্লাহ উর্দ্ধ দেশের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাকে সাত গ্রহ পথে সুবিন্যস্ত করিলেন।

আরও তিনি ছুরা বাকারার তৃতীয় রুকুর والسماء بناء অর্থাৎ— "আছমানকে গুম্বজ করিয়াছেন" এস্থলে 'ছামা' শব্দের অর্থ উর্দ্ধদেশ বলিয়া লিখিয়াছেন, উহার ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ সাহেব নেচারি ও কাদিয়ানিদের ন্যায় সাত আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

পাঠক, যদি سبع سموات এর অর্থ সাতটী গ্রহ পথ হয়, তবে উহা'ত শূন্য-মার্গ, এই শূন্যমার্গ প্রস্তুত করিতে দুই দিবস লাগিবে কেন ?

ছুরা হা-মিম-আছ্ ছেজদাতে আছে ;—

আল্লাহ চারি দিবসে জমি, উহার পর্ব্বতমালা, উদ্ভিদ, সকল প্রকার প্রাণী ও তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে ;—

ثم استوى الى السماء وهى دخان *

আল্লাহ ধূমায়িত আছমানের দিকে মনোযোগী হইলেন।

فقضهن سبع سموات فى يومين و اوحى فى كل سماء امرها *

"তৎপরে উক্ত আছমানকে দুই দিবসে সাত আসমান বানাইলেন এবং প্রত্যেক আছমানে উহার কার্য্যের অহি করিলেন।"

যদি আছমানের অর্থ কক্ষপথ কিম্বা শূন্যমার্গ হয়, তবে উহা পয়দা করিতে

ছুট্‌ জিরম লাগিবে কিরূপে ? শূন্যমার্গে আবার ফেরেশতা পাঠাইয়া অহি নাজেল করার কারণ কি ?

ছুরা জারিয়াত ;—

والسماء بنينها بايد *

"আর আমি নিজ শক্তিতে আছমান নির্ম্মাণ করিয়াছি।" উহার অর্থ কক্ষপথ বা শূন্যমার্গ হইলে, আল্লাহ কি নির্ম্মাণ করিলেন ?

افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينها و زينها و ما لها من فروج *

তোমরা কি তোমাদের উপরিস্থ আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত কর না ? আমি কিরূপে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং উহা বিভূষিত করিয়াছি, আর উহাতে কোন ছিদ্র নাই।"

মুছলমানগণ আছমানকে যেরূপ স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ ধারনা করিয়া থাকেন সুতরাং উহার সম্বন্ধে ছিদ্র বিহীন শব্দ প্রয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে। বিশাল শূন্যমার্গকে ছিদ্র বিহীন বলা যুক্তির বিপরীত।

ছুরা মোল্‌ক ;—

الذى خلق سبع سموت طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ـ فارجع البصر هل ترى من فطور *

"যিনি সাত আছমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি কি রহমানের সৃষ্টিতে তারতম্য দেখিতেছ ? পুনরায় দেখ, তুমি কি কোন ছিদ্র দেখিতেছ ?

ছুরা মরয়েম ৬ রুকু ;—

تكاد السموات يتفطرن منه *

"এই অপবাদে আছমান ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।" আছমান বায়বীয় পদার্থ হইলে, উহা কিরূপে ফাটিয়া যাইবে ?

ছুরা আম্বিয়া, ৭ রুকু ;—

يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ـ كما بدانا اول خلق نعيده *

"যে দিবস আমি আছমানকে জড়াইয়া ফেলিব, যেরূপ লিখিত বস্তুর কাগজকে জড়ান হইয়া থাকে।"

আছমান যদি বায়ুবীয় পদার্থ হইত, তবে কি উহা কাগজের ন্যায় জড়ান সম্ভব ?

ছুরা ফাতের ৫ রুকু ;—

ان الله يمسك السموات و الارض ان تزولا - ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ●

"নিশ্চয় আল্লাহ আছমান সকল ও জমিকে স্থানচ্যুত হওয়া হইতে থামিয়া রাখিয়াছেন। যদি উভয় স্থান চ্যুত হইত, খোদা ব্যতীত কেহই উভয়কে থামিয়া রাখিতে পারিত না।"

যদি আছমান শূন্যমার্গ হয়, তবে উহা স্থানচ্যুত হইতে না দেওয়ার অর্থ কি ?

ছুরা ছাবা, ১ রুকু ;—

ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ◎

"যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাদিগকে জমিতে ধ্বসাইয়া দিতে পারি, কিম্বা তাহাদের উপর আছমানের এক টুকরা নিক্ষেপ করিতে পারি।"

আছমান [illegible] না হইয়া কেবল কক্ষপথ হইলে, উহার এক টুকরা নিক্ষেপ করার অর্থ কি ?

ছুরা এনশেকাক ;—

اذا السماء انشقت ●

"যখন আছমান ফাটিয়া যাইবে।"

যদি আছমান অর্থে গ্রহগুলির গতিপথ হয়, তবে এখানে "ফাটিয়া যাইবে" শব্দ প্রয়োগের স্বার্থকতা কি ?

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ সাত আছমানকে যে জমির ন্যায় শক্ত বস্তু বুঝিয়াছেন, তাহাই সত্য, উহা কক্ষপথ নহে।

এক্ষণে আসুন, সাতটী গ্রহকে সাত আছমান বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা করা হউক।

ছুরা ফোরকান, ৬ রুকু ;—

تبرك الذى جعل فى السمـــاء بروجا و جعـل فيها سراجا و قمرا منيرا ◎

মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

وہ ذات بہت عالیشان جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنایا ◎

"উক্ত জাত মহামহিমান্বিত যিনি, আছমানের মধ্যে বড় বড় নক্ষত্র বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে প্রদীপ (সূর্য্য) ও জ্যোতিষ্মান চন্দ্র বানাইয়াছেন।"

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন, "যিনি গগনে গ্রহ মণ্ডল সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে দীপ (সূর্য্য) ও উজ্জল চন্দ্রমা সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আছমান হইল আধার, উহার মধ্যে গ্রহ মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে, কাজেই আছমান ও গ্রহ মণ্ডল এক হইতে পারে না।

পুষ্করিণীতে মৎস্য আছে, পুষ্করিণী ও মৎস্য কি এক হইতে পারে?

বৃক্ষে পক্ষী বাসা করিয়াছে, বৃক্ষ ও পক্ষী কি এক হইতে পারে?

বাক্সে টাকা পয়সা আছে, বাক্স ও টাকা পয়সা কি এক হইতে পারে?

ছুরা আ'ম ;—

و بنينا فوقكم سبعا شدادا و سراجا و هاجا ◎

"আর আমি তোমাদের উপর সাতটী শক্ত আছমান ও উজ্জ্বল দীপ নির্ম্মাণ করিয়াছি।"

এস্থলে দুইটী কথা বুঝা যায় যে, সাত আছমান শক্ত জাতীয় বস্তু, আর সাত আছমান পৃথক বস্তু ও সূর্য্য (গ্রহপতি) পৃথক বস্তু।

ছুরা নাজেয়াত ;—

ءانتم اشد خلقا ام السماء بنها - رفع سمكها فسوها ◎

"তোমরাই কি সৃষ্টির সমধিক দৃঢ় (মজবুত) না আছমান, যাহাকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার ছাদ উন্নত করিয়াছেন, তৎপরে উহা ঠিক করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান শক্ত বস্তু। উহার ছাদ খুব উচ্চ।

জ্যোতিষ তত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ ও নেপচুন গ্রহগুলি হালকা বাষ্পজাতীয় বস্তু, কাজেই উহা শক্ত বস্তু নহে।

এক্ষেত্রে গ্রহগুলি কোরান উল্লিখিত আছমান যে হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য।

শুধু তাহাই নহে, ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, মেঘমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, ইথর মণ্ডল, ইলেক্‌ট্রোল মণ্ডল, জ্যোতিঃ মণ্ডল, ইত্যাদিও সপ্ত আছমান হইতে পারে না।

ছুরা আম্বিয়া, ৩ রুকু ;—

وجعلنا السماء سقفا محفوظا ◎

"আর আমি আছমানকে সুরক্ষিত ছাদ করিয়াছি।"

ছুরা তুর ;—

والسقف المرفوع ◎

সমুন্নত ছাদের শপথ।"

আছমানকে সুরক্ষিত ছাদ কিম্বা সমুন্নত ছাদ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান নক্ষত্র মণ্ডল অথবা নভোমণ্ডল, ইথর মণ্ডল বা ইলেকট্রোল মণ্ডল হইতে পারে না।

ছুরা লোকমান ;—

خلق السموات بغير عمد ترونها ◎

"তিনি আছমানগুলিকে বিনা স্তম্ভে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমরা দেখিতেছ।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান শূন্যমার্গ নহে, তরল পদার্থ নহে, বরং স্থূলাকার বিশিষ্ট বস্তু, যাহার জন্য স্তম্ভের আবশ্যক হয়, কিন্তু খোদা নিজশক্তিতে উহা বিনা স্তম্ভে স্থির রাখিয়াছেন।

ছুরা হজ্জ, ৯ রুকু ;—

ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ۝

"তিনি আছমানকে তাহার অনুমতি ব্যতীত জমিনের উপর পতিত হওয়া হইতে থামিয়া রাখিয়াছেন।"

আছমান যদি কোন স্থূলদেহী বস্তু না হইত, তবে উহা পড়িয়া যাওয়ার কথা হইল কেন?

ছুরা ফোরকান, ৩য় রুকু ;—

ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملئكة تنزيلا ۞

"যে দিবস মেঘ কর্ত্তৃক আছমান ফাটিয়া যাইবে, এবং ফেরেশতাগণকে নাজেল করা হইবে।"

কেয়ামতের দিবস ভয়ঙ্কর মেঘের আঘাতে আছমান ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস মেঘের আঘাতে সাত আছমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেক আছমানের ফেরেশ-তাগণ জমিনে নামিয়া আসিবেন। ইহাতেই আছমানের স্থূলাকার হওয়া বুঝা যায়।

ছুরা হজ্জ ২য় রুকু ;—

الم تر ان الله يسجد له من في السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ۞

"তুমি কি দর্শন কর নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার জন্য নত হয় যে কেহ আছমান সমূহে ও জমিনে আছে, আর সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা, পর্ব্বতমালা, বৃক্ষ, চতুষ্পদ সকলও অনেক লোক।"

যদি গ্রহগুলি আছমান হইত, তবে আছমান সকলের কথা বলিয়া পুনরায় চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রমালার কথা কেন বলা হইল?

ছুরা এনফেতার ;—

اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت ◎

"যে সময় আছমান বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং নক্ষত্রমালা পড়িয়া যাইবে।" যদি আছমান ও গ্রহগুলি একই হয়, তবে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইল কেন?

ছুরা তকবির ;—

اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت (الى) و اذا السماء كشطت ◎

যখন সূর্য্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে, আর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ মলিন হইয়া যাইবে—আর যখন আছমানের উপরিস্থ আবরণ খুলিয়া লওয়া হইবে।"

ইহাতেও বুঝা যায়, গ্রহ উপগ্রহ ও আছমান পৃথক পৃথক বস্তু।

ছুরা ছাফ্‌ফাৎ ;—

انا زينا السماء الدنيا بزينة ن الكواكب ◎

"নিশ্চয় আমি প্রথম দুনইয়াকে তারকারাশি ভূষণে বিভূষিত করিয়াছি।" "ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান পৃথক বস্তু ও তারকারাশি পৃথক বস্তু।"

ছুরা আম্বিয়া, ৩ রুকু ;—

او لم ير الذين كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي ✻

"যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা কি অবগত হয় নাই যে, নিশ্চয় আছমান সকল ও জমি মিলিত ছিল, তৎপরে উভয়কে বিভাগ করিয়াছিলাম, আর আমি প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে পাণি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

এবনো-জরির, তাবারি, ১৭।১২-১৩ পৃষ্ঠা।

"হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, আছমান ও জমিন মিলিত ছিল, তৎপরে আল্লাহ উভয়কে পৃথক করিয়াছিলেন।

মোজাহেদ, আবুছালেহ ও ছোদি বলিয়াছেন, আছমান একটী ছিল, আল্লাহ উহা বিভক্ত করিয়া সাত আছমান বানাইয়া ছিলেন। ঐরূপ জমি একটী ছিল, আল্লাহ উহা বিভক্ত করিয়া সাতটী জমিনে পরিনত করিলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান কক্ষ পথ কিম্বা গ্রহ হইতে পারে না।

সমস্ত আছমানি কেতাবে আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

হিন্দুদের বেদ ও পারশিক দিগের দাছাতির যাহা এলহামি ও আছমানি বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, উক্ত গ্রন্থ গুলিতেও আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকগণ বুদ্ধি বিবেক, অনুমান, পরীক্ষা ও দূরবীণ দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা ইহাকে দর্শন বিজ্ঞান নাম প্রদান করিয়াছেন। স্বল্প বুদ্ধিধারিগণ ইহার উপর গৌরব করিয়া থাকে, ইহারা আছমান ও জমিন সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গিয়াছেন। একদলের নেতা ফিছাগুরছ, ইহারা বলেন যে, আছমানগুলির কোন অস্তিত্ব নাই, এই তারকা-রাশি নিজের অস্তিত্বে স্বাধীন, কোন বস্তুর সহিত জড়িত নহে। ইহাদের আবার দুইদল হইয়াছে, একদল বলেন, গ্রহ নক্ষত্র গতিশীল নহে, কেবল জমিন গতিশীল, জমিনের গতির জন্য নক্ষত্রগুলি গতিশীল বলিয়া অনুমিত হয়, যেরূপ রেলগাড়ীতে বসিয়া বৃক্ষ ও প্রস্তর গতিশীল বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহাদের আর একদল বলেন, জমি ও গ্রহগুলি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গতিশীল হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি গতিশীল নহে, জমির গতির জন্য ইহাদের গতিশীল হওয়া অনুমিত হয়, এইগুলিকে 'ছাওয়াবেত' অচল নক্ষত্র-মালা বলা হয়। যেরূপ গ্রহগুলি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পথে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘুরিয়া থাকে। গতিশীল নক্ষত্র (গ্রহ) কেবল শুক্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সাতটী নহে, ইহা ব্যতীত আরও অনেক গ্রহ উপগ্রহের সন্ধান পাওয় গিয়াছে।

এই ফিছাগুরছি মত অনেক কাল পর্য্যন্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণের নিকট অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞার বিষয় হইয়াছিল, বর্ত্তমানে ইউরোপে এই মতটী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং বড় বড় পণ্ডিত ইহার অনুগামী হইয়া ইহাকে এলেম ও অহিয় তুল্য জ্ঞান করিতেছেন। আর নিজেরাও উহার সহিত আরও কিছু কথা যোগ করিয়া বলিয়াছেন, চন্দ্র ও তারকারাশির মধ্যে পর্ব্বত, অন্যান্য পদার্থ, বরং জীবন্ত প্রাণী সকল আছে। আর অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান হিন্দুস্থান ও বাংলার ইংরাজি শিক্ষিতেরা নূতন আলোক ও নূতন বিজ্ঞান দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়া থাকেন। যাহারা সেই ইংরাজি শিক্ষিতদের সঙ্গ লাভ করিয়াছে এবং কিছু ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং বানাওটি করিয়া তাহাদের চাল চলন অবলম্বন করিয়া অনধিকার ভাবে সংস্কারক কিম্বা ফিলোছোফার সাজিয়াছেন, তাহারা উক্ত কাল্পনিক কথাগুলির উপর ইমান আনিয়াছেন।

প্রাচীন ফিলোছোফারদিগের দ্বিতীয় দলের নেতার নাম বোতলেমুচ, এই দল বলিয়া থাকেন, পৃথিবী গোলাকার, অনুমান উহার এক চতুর্থাংশ অসমতল বলিয়া উচ্চ হইয়া আছে, অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ পানিতে নিমজ্জিত হইয়া আছে, উহাকে সমুদ্র বলা হয়। পানির চারিদিকে বায়ুস্তর উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উহার উপর চারিদিকে বহু ক্রোশ অগ্নিস্তর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই চারিটীকে كرة عنصرى বলা হয়। যে পরিমাণ জমি পানি অপেক্ষা উচ্চ হইয়া আছে, লোকেরা উহাতে বাস করিয়া থাকে। ইহারা পৃথিবীকে গতিশীল বলিয়া স্বীকার করেন না। চারিস্তরের চারি দিকে প্রথম আছমান, উহাতে চন্দ্র অবস্থিতি করে। উহার উপর চারিদিকে দ্বিতীয় আছমান আবেষ্টন করিয়া আছে, উহাতে বুধগ্রহ অবস্থিতি করে, যাহাকে ইংরাজিতে Marcery ও আরবিতে عطارد 'ওতারদ' বলা হয়।

উহার উপরি ভাগে তৃতীয় আছমান চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, উহাতে শুক্রগ্রহ অবস্থিতি করে, উহাকে ইংরাজিতে venus ও আরবিতে زهره 'জোহরা' বলা হয়।

উহার উপরি ভাগে চতুর্থ আছমান চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, উহাতে সূর্য্য বিচরণ করে।

উহার উপরি ভাগে পঞ্চম আছমান ঐ ভাবে আছে, উহাতে মঙ্গলগ্রহ আছে, উহাকে ইংরাজিতে Mars ও আরবিতে مريخ 'মিররিখ' বলা হয়। উহার উপরি ভাগে ষষ্ঠ আছমান ঐ ভাবে আছে, উহাতে বৃহস্পতিগ্রহ আছে, উহাকে ইংরাজিতে jupiter ও আরবিতে مشترى 'মোস্তারি' বলা হয়।

উহার উপরি ভাগে সপ্তম আছমান ঐ ভাবে আছে, উহাতে শনিগ্রহ আছে। উহাকে ইংরাজিতে saturn ও আরবিতে زحل 'জোহাল' বলা হয়। উহার উপর فلك الثوابت আছে, ইহাতে অগণিত অসংখ্য নক্ষত্র আছে, যে সমস্ত গতিশীল নহে বলিয়া অনুমিত হয়, বরং এক স্থানে স্থিতিশীল হইয়া আছে। যেহেতু নিম্ন আছমানগুলি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত, এই হেতু তৎসমস্ত লোকদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহার উপর فلك اطلس বা فلك الافلاك আছে, উহাতে কোন তারা নাই, উহা এক রাত্র দিবস এক স্থানে থাকিয়া চরখার ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত আবর্ত্তন শেষ করে, উহার জন্য সমস্ত আছমান ও গ্রহ আবর্ত্তন শেষ করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা রাত্র দিবা হইয়া থাকে, সূর্য্য যে স্থান হইতে অপসারিত হয়, সেই স্থানে রাত্রি হয়। সমস্ত গ্রহ নিজে নিজে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবর্ত্তন শেষ করে। চন্দ্র এক মাসে এই আবর্ত্তন শেষ করে, মূলে চাঁদের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না, উহা যে পরিমাণ সূর্য্যের সম্মুখীন হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণ উহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান বলিয়া দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, উহা গোলাকার বস্তু, পৃথিবী অপেক্ষা কয়গুণ ভারি।

সূর্য্য নিজের নির্দ্দিষ্ট আবর্ত্তন পথ এক বৎসরে অতিক্রম করে, এই হেতু ভিন্ন ভিন্ন ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। একুনে ১৩টী স্তর হইল, পৃথিবী, পানিস্তর, বায়ুস্তর, অগ্নিস্তর, সাত আছমান, ফালাকোছ ছাওয়াবেতকে কুরছি ও ফালাকোল-আফলাককে আরশ বলা হয়।

আছমানগুলির কোন রং নাই, রং হইলে উপরিস্থ বস্তুগুলি দৃষ্টিগোচর হইত না। এই যে, নীল বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা আছমানের স্বচ্ছতা ও ধুলি

রাশির মলিনত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম যে, শ্বেত রং ও কাল রং উভয়ে মিলিয়া নীল রঙের সৃষ্টি হয়। কিম্বা ইহা বলা যাইতে পারে যে, বায়ুস্তরের স্বচ্ছতার সহিত কাল ধূলি কণা মিলিত হইলে, নীল রং উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথবা বায়ুস্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, চক্ষে মলিনত্বভাব আসিয়া পড়ে, এতদুভয়ের মিশ্রণে নীল রং উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেরূপ সমুদ্রের পানি নীল রং পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ আরও অনেক গুলিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই মতগুলির কতকাংশ সত্য, এলহামি কেতাবগুলির, বিশেষতঃ কোরাণ মজিদের অনুকূল, এইহেতু যেরূপ এই মতগুলি গ্রীক ফিলোছোফারদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ যখন উহার আরবি অনুবাদ হইয়াছিল, মুছলমানগণ উহা পছন্দ করিয়াছিলেন, যথা শরহে চগমনি, তাজকেরা ইত্যাদি হেকমতের কেতাবগুলি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বরং এশিয়া প্রদেশে হিন্দু, পারশিক ইত্যাদি দলেরা, প্রাচীন খ্রীষ্টান ও য়িহুদীরা অধিকাংশই এই মতগুলি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইছলামের সহিত এই দর্শন বিজ্ঞানের কি কোন সম্বন্ধ আছে? যদি উহা ভ্রান্তিমূলক হওয়া সপ্রমাণ হইয়া পড়ে, তবে ইছলামের সত্যতার কোন বিঘ্ন হইতে পারে না, যদি তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক হইয়া পড়ে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অবশ্য সাত আছমান যে আল্লাহতায়ালার শক্তির নিদর্শন স্বরূপ, ইহা কোরআন ও আছমানি কেতাবগুলিতে উল্লিখিত আছে, সমস্ত মানুষ ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, ইহা প্রকৃতিগত জ্ঞান, যখন বোৎলেমুছ ও ফিতাগুরছ ছিল না, তখন হইতে লোকেরা উহা মানিয়া আসিতেছে।

একদল লোক বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত হইয়া আবশ্যক, যে ধর্ম্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে, তাহা কখনই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই যুক্তি সকল স্থানে প্রযুজ্য হইতে পারে না, যে স্থলে ধর্ম্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর কখনই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে না. কারণ দর্শন ও বিজ্ঞান অনেক বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, উহাকে অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস

করা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একটী মাত্র বিষয় লইয়া বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আছমানি প্রত্যাদেশ বা ধর্ম্ম বিষয়ের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য হইত, তবে ইঁহাতে কখন মতদ্বৈধ হইত না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাচীণ কালে যাহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি কালে আবার তাহাই ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। প্রাচীন কালে জ্যোতিষ তত্ত্ববিদ-গণের মধ্যে বৃহৎদল সূর্য্যের গতিশীল হওয়ার মত ধারণ করিতেন, কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষিগণ উহার বিপরীতে সূর্য্যের স্থিতিশীল হওয়ার মত পোষণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের একদল অতি ধীর গতিতে স্বয়ং মেরুদণ্ডের চারিদিকে উহার গতিশীল হওয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালের একদল জ্যোতিষী সপ্ত আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, অন্যদল উহার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না।

জ্যোতিষিগণ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বুঝিয়া উহা দিগকে সূর্য্যের গ্রহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দের শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতির্ব্বিৎগণ কেবল কয়টী গ্রহের কথাই জানিতেন, ইউরেনস্ ও নেপচুন গ্রহ দ্বয়ের কথা জানিতেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার ইউলিয়ম হার্সেল নামক একজন বিচক্ষণ জ্যোতিষী উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ দ্বারা ইউরেনস গ্রহের আবিষ্কার করেন এবং মাত্র পচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের জ্যোতিষিরা নেপচুণ গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইরূপ গ্রহ মণ্ডলীর চারি পার্শ্বে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঘুরিতেছে, তাহারা এইগুলিকে উপগ্রহ বলিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিৎগণ চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে বুঝিয়া উহাকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য উপগ্রহের কোনই সংবাদ জানিতেন না, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে মঙ্গল গ্রহের দুইটী উপগ্রহ, বৃহস্পতি গ্রহের আটটী উপগ্রহ, শনিগ্রহের দশটী উপগ্রহ, ইউরেনসের চারিটী উপগ্রহ এবং নেপচুনের একটী উপগ্রহ, এইরূপ অনেক উপগ্রহ বা চন্দ্র মণ্ডলীর আবিষ্কার করিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিদগণ মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যে ছয়শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন—যাহা দুই তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। জ্যোতিষতত্ত্ববিদগণ বলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে আকাশের যে স্থানে পূর্ব্বে একটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইত না, এখন শক্তিশালী সুবৃহৎ দূরবীক্ষণে সেই সকল স্থানে সহস্র নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আবার দূরবীক্ষণে যে সকল স্থানে কয়েকটী মাত্র নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের ফটো তুলিয়া লওয়ায় তথায় সহস্র সহস্র নূতন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং যে সকল স্থলে বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রের কোনই সন্ধান পান নাই কোন নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা হয়ত সেই স্থলেই কোটী কোটী সেইরূপ নক্ষত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে।

জ্যোতির্ব্বিদরা আরও বলিয়াছেন—"অনন্ত আকাশে যে অসংখ্য আলোক-বিন্দু পরিদৃষ্ট হয়, উহার প্রত্যেকেই এক একটী মহা সূর্য্য, আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা উহার কোন কোনটী আয়তনে বহুগুণ বড় এবং বহুগুণ তাপ ও জ্যোতিঃ বিশিষ্ট। কত লক্ষ কোটী গ্রহ উপগ্রহ উহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং উহাদের দূরত্বই বা কত, এই সমস্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর।

জ্যোতির্ব্বিদরা আরও বলিয়াছেন, সূর্য্যের গ্রহ উপগ্রহগুলি সকলেই এক-পাকে ঘুরে, কিন্তু ইউরেন্স সাড়ে নয় ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের উপর উল্টা পাকে ঘুরে। তাঁহারা ইহার একটী নিশ্চিত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

নেপচুন গ্রহ মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক খায়, তাহা তাঁহারা অদ্যাবধি সঠিক ভাবে জানিতে পারেন নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিবস বৃহস্পতি গ্রহে একটী বাদামি আকারের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, ঐ চিহ্নটী কি, তাহা তাঁহারা অদ্যাবধি সঠিক ভাবে স্থির করিতে পারেন নাই।

এখন কথা হইতেছে, কোরআন শরিফ অকাট্য সত্য গ্রন্থ, কোরআন শরিফের বিরুদ্ধে এইরূপ কাল্পনিক দর্শন বিজ্ঞান ও জ্যোতিষতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এইরূপ একদল অর্দ্ধনাস্তিকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা কোরআন ও ধর্ম্মগ্রন্থকে গড়িয়া

পিটিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুকূল করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহারা কোরআন শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে ও সহস্র সহস্র মহা-ধীশক্তিসম্পন্ন মুছলমান বিদ্বানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রাথমিক যুগের মুছলমান বিদ্বানগণ যে সমস্ত মত বাতীল সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহরা সেইগুলিকে নব নব সাজে সজ্জিত করিয়া লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া ফাঁকা বাহাবা লইতে চাহে, কিন্তু জ্ঞানী ও বিদ্বান সমাজের নিকট সেগুলি যে নিতান্ত হাস্যস্পদ বিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিয়া থাকেন, আছমান বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, কারণ দূরবীন দ্বারা গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র মালাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু আছমান দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি আছমানের অস্তিত্ব থাকিত, তবে গ্রহ উপগ্রহগুলির ন্যায় উহাও মানবের দৃষ্টি পথে পতিত হইত।

তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন জ্যোতিষিগণ কেবল ছয়টী গ্রহের সন্ধান জানিতেন, তৎপরে আরও দুইটী গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এতদ্ব্যতীত ছয় শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে চন্দ্রের ন্যায় আরও ২৫টী উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন যুগের জ্যোতিষিগণ উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে বহু গ্রহ উপগ্রহের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই। তদ্রূপ শূন্যমার্গে বহুদূরে যে আছমান অবস্থিত, আধুনিক জ্যোতির্ব্বেদগণও উহার তত্ত্বোদ্ঘাটনের উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কার করিতে আজও সমর্থ হন নাই। ফলতঃ তাঁহারা উহা চাক্ষুষ দর্শন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কোন বস্তু দেখিতে না পাইলেই যে উহার অস্তিত্ব থাকিবে না, ইহা ভ্রান্তিমূলক ধারনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যে, রাত্রিকালে কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষ-শাখায় একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে, প্রদীপটী সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু মূল বৃক্ষটী কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ বৃক্ষটী প্রদীপের ন্যায় উজ্জল নহে। সেইরূপ দূরবীণ দ্বারা আছমানস্থিত নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হইলেও মূল আছমানটী দেখা যাইতে পারে না, যেহেতু আছমান নক্ষত্রমালার ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ নহে। উহা স্বচ্ছ হইলেও জ্যোতিঃহীণ পদার্থ।

আমরা নেছারি ছার সৈয়দ আহমদ ও কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলী সাহেবদ্বয়ের কোরআনের অর্থ পরিবর্ত্তন করার জন্য আশ্চর্য্যন্বিত হইতেছি না, খাঁ সাহেব যে সাত আছমান অস্বীকার করিয়া কোরআন, সমস্ত আছমানি কেতাবের মত অগ্রাহ্য করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, গ্রহ উপগ্রহ শত শত প্রমাণিত হইয়াছে, কাজেই গ্রহের কক্ষ্য পথই আছমানের অর্থ হইলে, সাত আছমান বলা হইবে কেন?

মিষ্টার মোহম্মদ আলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আছমানের অর্থ গ্রহ হইলে, সাতটী আছমান হইল কেন? গ্রহ উপগ্রহ ত কয়েক শত। ছার সৈয়দ আহমদ সাহেব বলেন, মুছলমানগণ গ্রীক ফিলোছোফিদের নিকট হইতে উহার অর্থ একটী স্বচ্ছ শক্ত গোলাকার বস্তু শিক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ কোরআনে নাই। উহার অর্থ কোরআনে শূন্যমার্গ, গুম্বজের ছাদ তুল্য নীল বস্তু, মেঘ, তারকা রাশি আসিয়াছে, আরবদের ব্যবহারে উহার অর্থ উচ্চ বস্তু।

কামুছ, ৪।২৬৩ পৃষ্ঠা ;—

سماء প্রসিদ্ধ (আছমান), প্রত্যেক বস্তুর ছাদ, প্রত্যেক ঘরের ছাদ, ঘরের উপরি অংশ হইতে নিম্ন অংশ পর্য্যন্ত লম্বাবান পর্দ্দা, ঘোটক, ঘোটকের পৃষ্ঠা, মেঘ, বৃষ্টি, উৎকৃষ্ট বৃষ্টি।

মোন্তাহাল-আরাব, ৩।৩৮২ পৃষ্ঠায় ও ছোরাহ অভিধানের ৫৬৬ পৃষ্ঠায় উক্ত অর্থগুলি ব্যতীত শামিয়ানা অর্থ লিখিত আছে।

سمو শব্দের অর্থ উচ্চতা।

তফছির কবির, ১।২২৯ পৃষ্ঠা ;—

احدها ان السماء انما سمیت سماء سموها فکل ما سماک فهو سماء ◎

তফছির-বয়জবি, ১।১০৯।

و انزل من السماء ماء —

سواء ارید بالسماء السحاب فان ما علاک سماء او الفلک فان المطر یبتدئ من السماء الی السحاب و منه الی الارض علی ما دلت علیه الظواهر او من اسباب سماویة تثیر الاجزاء الرطبة من اعماق الارض الی جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا ◎

"আছমান হইতে পানি নাজিল করিয়াছেন।"

এস্থলে سماء শব্দের অর্থ মেঘ লওয়া যাইতে পারে, কেননা তোমার উপরে যাহা আছে, উহা 'ছামা' হইবে। আর উহার অর্থ আছমান হইতে পারে, কেননা বৃষ্টি আছমান হইতে আরম্ভ করিয়া মেঘে সংগৃহীত হয়, মেঘ হইতে জমিতে পড়ে, ইহাই আয়তগুলির প্রকাশ্য অর্থ হইতে বুঝা যায়, কিম্বা আছমানি উপকরণ সমূহ জমির অধোদেশ হইতে আর্দ্র অনুপরমানুগুলি বায়ু স্তরেরদিকে উত্থাপিত করে। ইহাতে বর্ষণকারী মেঘ প্রস্তুত হইয়া যায়।"

তফছিরে-বয়জবিতে উহার আভিধানিক অর্থে লিখিত হইয়াছে।

المراد بالسماء هذ الاجرام العلوية او جهات العلو ◎

ছামা শব্দের অর্থ উর্দ্ধ জগত কিম্বা উর্দ্ধের বিভিন্নদিক।"

ইহা ছামা শব্দের আভিধানিক অর্থ গুলির মধ্যে দুইটী অর্থ।

ইহার এইরূপ অর্থ হইল, আল্লাহ নিম্ন জগত সৃষ্টি করার পরে উর্দ্ধ জগতের সৃষ্টি করার দিকে মনোযোগী হইলেন, উর্দ্ধ জগতের অর্থ আল্লামা খতিব কাজুরাণি বয়জবির ১৩২ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

انما فسر بهذا ليشتمل ما في السماء من الكواكب وغيرها مما لا يعلمه الا الله *

"উর্দ্ধ জগত বলিয়া এই হেতু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যেন আছমানে তারকারাশি ও অন্যান্য যাহা কিছু আছে, যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না উহার অন্তর্গত হইয়া যায়।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ছামা শব্দের অর্থ আছমান ও তন্মধ্য যাবতীয় বস্তু। কেবল গ্রহ নক্ষত্র উহার অর্থ নহে, খাঁ সাহেব, ছার সৈয়দ আহমদ সাহেব ও মিষ্টার মোহম্মদ আলী সাহেব এস্থলে যে জাল করিয়াছেন, ইহা ধরা পড়িয়া গেল।

তৎপরে উক্ত আল্লামা কাজুরাণি হাশিয়াতে লিখিয়াছেন।

ان المراد من جهات العلو ليس نفس الجهات بل ما وجد فيها *

উর্দ্ধদিকের দিক্ মণ্ডলীর অর্থ কেবল দিক্ মণ্ডলী নহে, উহার মধ্য যাহা কিছু আছে"

পূর্ব্বোক্ত আয়তের অর্থ এইরূপ হইল, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে ঊর্দ্ধ দিকস্থ জগতের সৃষ্টি করার জন্য মনোযোগী হইলেন।

ইহাত হইল ◎ ثم استوى الى السماء পর্য্যন্ত অর্থ, তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন; —

فسواهن سبع سموات *

আল্লামা বয়জবি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

عدلهن و خلقهن مصونة من العوج و الفطور - سبع سموات بدل او تفسير *

"তৎপরে আল্লাহ উক্ত ঊর্দ্ধ জগতকে অর্থাৎ সাত আছমানকে ঠিক করিলেন, বক্রতা ও ছিদ্র শূন্য করিয়া পয়দা করিলেন।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

فان قيل اليس ان اصحاب الرصد اثبتوا تسعة افلاك قلت فيما ذكروه شكوك و ان صح فليس في الآية نفي الزائد مع انه ان ضم اليها العرش و الكرسي لم يبق خلاف ◎

"যদি বলা হয় যে, জ্যোতির্বিদগণ নয়টী আছমান সাব্যস্ত করিয়াছেন, আমি বলি, তাহারা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে নানাবিধ সন্দেহ আছে। যদি উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে আয়তে সাতের অধিক আছমান হইতে পারে না বলিয়া কোন কথা নাই, ইহা সত্ত্বেও যদি আরশ ও কুরছিকে সাত আছমানের সহিত যোগ করা হয়, তবে কোন মতভেদ বাকি থাকে না।"

পাঠক, আল্লামা বয়জবি কোথায় গ্রহগুলির কক্ষপথকে সাত আছমান বলিয়াছেন? তিনি ত আছমানকে শক্ত বস্তু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বক্রতা ও ছিদ্র শূন্য বলিবেন কেন?

উক্ত আল্লামা বয়জবি উহার ১।১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(و السماء بناء) قبة مضروبة عليكم و البناء مصدر يسمى به المبني بيتا او قبة او خباء *

তিনি আছমানকে তোমাদের উপর স্থাপিত গুম্বজ করিয়াছেন। بناء ক্রীয়া ঘর, গুম্বজ কিম্বা তাম্বু যাহা প্রস্তুত করা হয়, উহা 'বেনা'।

আল্লামা বয়জবি এস্থলে ত আছমানকে গুম্বজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নিজে খাঁ সাহেব ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তাম্বুর আচ্ছাদন, গুম্বজ বা ছাতার ন্যায় যাহার মধ্য উচ্চ এবং প্রান্ত-ভাগগুলি ঢালু হইয়া নিম্নদিকে ঝুলিয়া আসিয়াছে আরবি সাহিত্যে তাহাকে 'বেনা' বলা হয়।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ আছমানকে গুম্বজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লামা বয়জবি উহাই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তিনি কিরূপে আছমানকে গ্রহগুলির কক্ষ পথ বলিলেন ?

খাঁ সাহেব উহার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ছামা এক বচন, অথচ পরে তাহার জন্য 'জমির' বা সর্ব্বনাম আনা হইতেছে বহু বচন 'হুন্না', ইহার কারণ কি ? তফছিরকারকগণ ইহার কোন সন্তোষ জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

আমি বলি, তাঁহারা অপারক হইলে, খাঁ সাহেব কেন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন না ?

আল্লামা বয়জবি উহার ১০৮।১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

, السماء اسم جنس يقع على الواحد و المتعدد كالدينار و الدرهم و قيل جمع سماءة *

"ছামা এছমে-জেন্‌ছ, উহা এক ও একাধিকের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যেরূপ দীনার, দেরম, কেহ কেহ বলেন, ছামা বহু বচন, উহার এক বচন سماءة।

আমাদের দেশে বলা হয় টাকা কড়ি, আরবে বলা হয় দীনার দেরম, ইহাতে যেরূপ অল্প টাকা কড়ি বুঝা যায়, সেইরূপ বেশী টাকা কড়িও বুঝা যায়,

কাজেই ছামা বলিলে, এক আছমান বুঝা যায়, বত আছমানও বুঝা যায়। আর যদি উহা বহু বচন বলা হয়, তবে ত কোন সন্দেহ নাই। هن বহু বচনাত্মিক সর্ব্বনাম, سما হয় বহু বচন কিম্বা اسم جنس কাজেই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, আরবী সাহিত্যে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের দাবী করিয়া এতটুকু কথা খাঁ সাহেব বুঝিতে পারিলেন না, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

আমি আর একটী উত্তর দিতেছি।

الم يروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقنهما ●

এই আয়তে বুঝা যায়, আল্লাহ প্রথমে একটী আছমান প্রস্তুত করেন, পরে উহাকে সাত ভাগ করিয়া সাত আছমান করা হয়, কাজেই একটী আছমান بالقوة সাতটী আছমান ছিল, যদিও بالفعل একটী আছমান রূপে পরিলক্ষিত হইতেছিল। আল্লাহ সেই بالقوة সাত আছমানেরদিকে লক্ষ্য করিয়া বহু বচনাত্মিক সর্ব্বনাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। আল্লামা বয়জবি سماء শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে যে প্রশ্ন হয় তাহার জওয়াবের ভার খাঁ সাহেবের উপর থাকিল, প্রশ্ন ; এই যে, اجرام علويه ঊর্দ্ধ জগত তখনও সৃজিত হয় নাই, তবে উহার দিকে কিরূপে মনযোগ করা হইল?

তখন ত আছমান সৃজিত হয় নাই, আছমান সৃজিত হওয়ার পরে আছমানের হিসাবে পৃথিবীর ঊর্দ্ধদিক্ স্থির করা যাইতে পারে, উহা সৃষ্টির পূর্ব্বে কিরূপে ঊর্দ্ধদিক্ বলা ঠিক হইবে?

আল্লামা বয়জবি তফছিরের ৫।৯৯ পৃষ্ঠায় السقف المرفوع, সমুন্নত ছাদের অর্থ আছমান বলিয়াছেন। তিনি উহার ৫।১১০ পৃষ্ঠায়,—

فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ◉

এস্থলে লিখিয়াছেন, আছমান ফাটিয়া গিয়া গোলাবী লাল লাল চর্ম্মের তুল্য হইয়া যাইবে।

ইহাতে তিনি আছমানকে কোন শক্ত বস্তু (جسم) বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

তিনি উহার ১৫০ পৃষ্ঠায় ছুরা মায়ারেজের يوم تكون السماء المهل এই আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

"কেয়ামতের দিবস আছমান বিগলিত তাম্রের ন্যায় কিম্বা তৈলের গাদের ন্যায় হইয়া যাইবে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান কোন শক্ত পদার্থ, উহা কক্ষ পথ নহে।

তিনি উহার ১৩৯ পৃষ্ঠায় سبعا شدادا এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, সাত আছমান শক্তিশালী মজবুত (সুদৃঢ়), যুগ যুগান্তর অতিত হইলেও উহা বিনষ্ট হয় না।

তিনি উহার ১৭২ পৃষ্ঠায়—

أ انتم اشد خلقا ام السماء بناها - رفع سمكها فسوها , واغطش ليلها , واخرج ضحها ◎

এই আয়তের অর্থে লিখিয়াছেন, তোমরা মানুষ জাতি সৃষ্টির মধ্যে শক্ত না আছমান, তিনি আছমানকে প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা উচ্চ এবং উন্নত করিয়াছেন কিম্বা উহার ব্যাস উচ্চ করিয়াছেন, তৎপরে উহা সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, উহার রাত্রি অন্ধকারময় করিয়াছেন, উহার সূর্য্যের জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাতে আছমানের স্থূল জাতীয় হওয়া ও উহার সৃষ্টির পরে সূর্য্যের সৃষ্টি হওয়া বুঝা যায়। আরও বুঝা যায় যে, উহা শূন্য মার্গ বা কক্ষ পথ নহে।

তিনি উহার ৫।৯৯ পৃষ্ঠায়—يوم تمور السماء مورا

"ইহার অর্থে লিখিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস আছমান বিকম্পিত হইবে।"

স্থূল পদার্থ না হইলে উহা কি প্রকারে কম্পিত হইবে? সুতরাং ইহাতে আছমানের স্থূল জাতীয় বস্তু হওয়া বুঝা যায়।

তিনি উহার ৪।৩৯ পৃষ্ঠায়—

ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ◎

ইহার তফছিরে লিখিয়াছেন, আছমান একটী ছিল, তৎপরে বিবিধ প্রকার হরকত দ্বারা উহাকে বিভক্ত করা হয়, তখন উহা কয়েকটী আছমান হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

ইহাতে বুঝা যায় যে, আছমান কক্ষ পথ নহে। খাঁ সাহেব, মিষ্টার সাহেব ও সৈয়দ সাহেব আল্লামা রহুবির নাম করিয়া ইছলামি আকিদার মধ্যে ভেজাল চালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আল্লামা রহুবির রদ্দ এবারতে দ্বারা একেবারে বাতীল সপ্রমাণ হইয়া গেল।

মিষ্টার ও খাঁ সাহেবদ্বয় ছুরা মো'মেনুনের একটী আয়ত উপস্থিত করিয়া আছমানের অর্থ কক্ষ পথ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

আয়তটী এই ;—

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ◎

কাজি বলিয়াছেন, উহার অর্থ সাত আছমান, কেননা উহার অর্থ সাত আছমান উপর নীচে স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে, আরবেরা বলিয়া থাকেন, طارق النعل بالنعل একখানা জুতা অন্য জুতার উপর রাখা হইল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সাত আছমান ফেরেশতাগণের যাতায়াত পথ।

তৃতীয় অর্থ— আছমানে তারকারাশির গতি পথ, তিনি উহার ৩.৪০ পৃষ্ঠায় كل فى فلك يسبحون এর তফছিরে লিখিয়াছেন ;—

يسرعون على سطح الفلك اسراع السابح على سطح الماء ◎

চন্দ্র সূর্য্য আছমানের উপরিভাগে দ্রুত গমন করিয়া থাকে, যেরূপ সন্তরণ-কারী ব্যক্তি পানির উপরিভাগে দ্রুত গমন করিয়া থাকে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, আছমানের অর্থ শূন্যমার্গ নহে।

সৈয়দ সাহেব আছমানের সাতের অধিক হওয়ার দাবি করিয়া এমাম রাজির কথা পেশ করিয়াছেন, এমাম রাজি বলিয়াছেন, সাত বলিলে, উহার অধিক না হওয়া বুঝা যায় না, কিন্তু তিনি তফছিরের ১।২৬০ পৃষ্ঠায় ইহাও লিখিয়াছেন।

لا سبيل للعقول البشرية الى ادراك هذه الاشياء و انه لا يحيط بها الا علم فاطرها و خالقها فوجب الاقتصار على الدلائل السمعية ◎

"এই সমস্ত বিষয়ের তথ্য অবগত হওয়া মানবীয় জ্ঞানের অগোচর, উহার সৃষ্টিকর্তার এলম ব্যতীত কেহ উহা আয়ত্ব করিতে পারে না, কোরআন ও হাদিছের দলীলে উল্লিখিত সংখ্যাকে এক মাত্র বিশ্বাস যোগ্য ধারণা করা ওয়াজেব।"

যদি আছমানের সংখ্যা সাতের অধিক হইত, তবে কোরআনে শত শত স্থলে আছমানের সাত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইত না।

এই ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ, মেশকাতের ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, আমার নিকট বোরাক নামীয় একটী জন্তু আনয়ন করা হইল, উহা দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থল পর্য্যন্ত পদ বিক্ষেপ করিয়া থাকে। আমাকে উহার উপর আরোহণ করান হইল, জিবরাইল আমাকে লইয়া চলিলেন, এমন কি তিনি প্রথম আছমানের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরাইল। তাঁহাকে বলা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ আছেন। দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। যখন আমি প্রথম আছমানে উপস্থিত হইলাম, তখন হজরত আদম (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে দ্বিতীয় আছমানের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। হজরত জিবরাইল দ্বার খুলিতে বলিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরাইল। তাঁহাকে বলা হইল, তোমার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ আছেন। তখন দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, আমি উপস্থিত হইলে, হজরত এহইয়া ও ইছা (আঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে তৃতীয় আছমানের দিকে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি দ্বার খুলিতে বলিলেন, তাঁহাকে বলা হইল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরাইল। তখন বলা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ। দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইলে, আমি উক্ত আছমানে উপস্থিত হইলে, (হজরত) ইউছোফ (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে চতুর্থ আছমানের নিকট লইয়া যাওয়া হইলে, ঐরূপ কথা কথান্তর হওয়ার পরে দ্বার খুলিয় দেওয়া হইল, তথায় উপস্থিত হইলে, ইদরিছ (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে পঞ্চম আছমানের নকট লইয়া যাওয়া হইল, ঐরূপ

কথোপকথনের পরে দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, আমি তথায় উপস্থিত হইলে, হারুন (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে ষষ্ঠ আছমানের নিকট উপস্থিত করা হইল, ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরে দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। আমি তথায় উপস্থিত হইলে, হজরত মুছা (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে সপ্তম আছমানের নিকট উপস্থিত করা হইল। ঐরূপ কথোপকথনের পরে দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, আমি তথায় উপস্থিত হইলে, এবরাহিম (আঃ)এর সহির সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে আমাকে ছেদরাতোল-মোন্তাহার নিকট সমুত্থিত করা হইল।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আছমান সাতটী।

খাঁ সাহেব উহার ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এই শ্রেণীর আয়তের তফছির প্রসঙ্গে দুনইয়া ও তাহার পদার্থগুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে তফছিরকারকগণ সাধারণ ভাবে যে সব গল্প গুজবের উল্লেখ করিয়াছেন, এছলামের সঙ্গে তাহার কোনই সংশ্রব নাই।"

আমাদের উত্তর ;—

যদি খাঁ সাহেব তফছিরের কথা না মানেন, তবে তাহার এক পাও অগ্রসর হওয়ার উপায় থাকিবে না? কোরআনে واقيموا الصلوة ও اتوا الزكوة আছে।

صلوة শব্দের অর্থ দোয়া, দয়া অনুগ্রহ, দরুদ, গোনাহ মাফ চাওয়া ও নামাজ,

تصلية শব্দের অর্থ নামাজ পড়া, দরুদ পড়া, যষ্টি ও কাষ্ঠকে অগ্নি দ্বারা সোজা করা ও ঘোড় দৌড়ের দ্বিতীয় নম্বর ঘোড়া,

صلوات শব্দের অর্থ আশীর্ব্বাদ ও গীর্জ্জা-ঘর।—কামুছ ও تزكية ছোরাহ দ্রষ্টব্য।

زكوة শব্দের অর্থ জাকাত দেওয়া, পাক করা, নিজের প্রশংসা করা। ছোরাহ দ্রষ্টব্য।

صوم রোজা, এক প্রকার বৃক্ষ, গীর্জ্জাঘর, উষ্ট্রপক্ষীর বিষ্ঠা, বাতাস থামিয়া যাওয়া, নিস্তব্ধ হওয়া, অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকা।—কামুছ ও ছোরাহ দ্রষ্টব্য।

عمر শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা, বিরত থাকা, দেশে ফিরিয়া আসা, প্রমাণ দ্বারা জয়ী হওয়া, অধিক পরিমাণ যাতায়াত করা, বন্ধ করা।—কামুছ ও ছোরাহ।

زنا ব্যভিচার, সঙ্কীর্ণ,
زنية ব্যভিচার শেষ পুত্র } কামুছ।

خمر সুরা খমির করা, গোপন করা, ঢাকিয়া রাখা, লজ্জা করা আটা ও কর্দ্দমকে ত্যাগ করা যেন খমির হইয়া যায়।

قتل হত্যা করা, কোন বিষয়কে ভালরূপ জানা ও পানি দ্বারা সুরাকে মিশ্রিত করা।

যদি খাঁ সাহেব তফছির কারকগণের তফছির না মানেন, তবে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ফরজ হওয়া প্রমাণ হইবে না, হত্যা, শারাব পান ও ব্যভিচার হারাম হইবে না। কারণ খাঁ সাহেবের ন্যায় অর্দ্ধ কাদিয়ানি নাস্তিক শব্দের কূটার্থ প্রকাশ করিয়া শরিয়ত রসাতলে দিবেন।

নিম্নোক্ত আয়তগুলি খাঁ সাহেবের নিকট প্রকাশ করা হইতেছে;—

ছুরা কাহাফ, ৩ রুকু;—

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ۝

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ঈমানদার হউক এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, কাফের হউক।"

ছুরা হামিম-ছেজদা, ৫ম রুকু;—

اعملوا ما شئتم ۝

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই আমল কর।"

ছুরা জোমার, ১ম রুকু;—

تمتع بكفرك قليلا ۝

"তুমি আপন কাফেরির অল্প অল্প ফল লাভ কর।"

যদি খাঁ ছাহেব তফছির না মানেন, তবে উল্লিখিত আয়তগুলিতে কোফর ও সর্ব্ব প্রকার গোনাহ করা জায়েজ হইয়া যাইবে

(২) খাঁ সাহেব বলিয়াছেন, ছুরা বাকারার ২০ আয়তে যে আদম শব্দ আছে, উহার অর্থ কেবল হজরত আদম (আঃ) নহেন, বরং মনুষ্য জাতি। তাঁহার ছুরা বাকারার তফছিরের ৮০-৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমাদের উত্তর ;—

এবনো-জরির, এবনো-কছির ও এমাম রাজি বলিয়াছেন, এস্থলে খলিফা বলিয়া হজরত আদম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা ছাহাবা হজরত এবনো-আব্বাছ, এবনো-মছউদ ও অন্যান্য ছাহাবাগণের মত।

আর যাঁহারা বলিয়াছেন, উহার অর্থ আদম সন্তানগণ হইবে, তাঁহারা ছাহাবা নহেন। ছাহাবাগণ হজরতের নিকট হইতে তফছির শিক্ষা করিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ কোরানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, হজরত তাঁহার জন্য কোরাণের মহা তত্ত্ববিদ হওয়ার দোওয়া করিয়াছিলেন। হজরত এবনো-মছউদ হজরতের চির সহচর ছিলেন, নবি (ছাঃ) তাঁহার নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদি উহার অর্থ হজরত আদম না হয়, তবে নিম্নোক্ত কথাগুলির অর্থ কি হইবে?

(১) আল্লাহ আদমকে সমস্ত বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়া ফেরেশতাগণের নিকট উক্ত বস্তুগুলি উপস্থিত করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে এই বস্তুগুলির নাম বলিয়া দাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাহারা বলিলেন, আমরা তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করি, তুমি যাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ, তদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নাই।

(২) আল্লাহ বলিলেন, হে আদম, তুমি তাহাদিগকে উক্ত বস্তুগুলির নাম সকল জানাইয়া দাও।

(৩) আর যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, তোমরা আদমের সম্মুখে ছেজদা কর, ইবলিছ ব্যতীত সকলেই ছেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল ও আত্মাহঙ্কার করিল এবং কাফেরদিগের অন্তর্গত হইল।

(৪) আমি বলিলাম হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে অবস্থিতি কর এবং উভয়ে যথা ইচ্ছা স্বচ্ছলতাসহ উহা হইতে ভক্ষণ কর এবং এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না, তাহা হইলে তোমরা অত্যাচারিগণের অন্তর্গত হইবে।

(৫) তৎপরে শয়তান উভয়কে উক্ত বেহেশত হইতে পদস্খলিত করিয়া উভয়কে উক্ত সম্পদ হইতে বাহির করিয়া দিল, যাহাতে তাহারা ছিল।

(৬) তৎপরে আদম নিজ প্রভু হইতে কয়েকটী কলেমা শিক্ষা করিলেন, ইহাতে আল্লাহ তাঁহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

যখন খলিফা করার প্রসঙ্গের পরে আল্লাহ হজরত আদমের উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তখন 'খলিফা' বলিয়া হজরত আদম (আঃ)কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

খাঁ সাহেব যে বলিয়াছেন, আদমের অর্থ লইয়া তফছির কারকগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে, ইহা একেবারে বাতীল কথা, তফছির-কবিরের ১।২৬৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

فاما ان المراد بالخليفة من فضده قولان احدهما انه آدم عليه السلام - اما الذين قالوا المراد ولد آدم الخ *

তফছিরে-এবনো-কছির ১।১১৮ পৃষ্ঠা ;—

نقل القرطبي عن زيد بن علي و ليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين و عزاه القرطبي الى ابن عباس و ابن مسعود و جميع اهل التاويل *

এবনো-জরির ১।১৫৩।১৫৪ পৃষ্ঠা ;—

قال آخرون هم ولد آدم - تاويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود و ابن عباس ذلك الخليفة هو آدم *

ইহাতে বুঝা যায় যে, এস্থলে খলিফা শব্দ কেবল আদমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, না সমস্ত আদম সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু আদম শব্দ লইয়া এস্থলে মতভেদ হয় নাই। ইহাতে খাঁ সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালী ধরা পড়িয়া গেল।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, অন্যত্রে আদমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ;—

انا جعلناك خليفة في الارض *

"নিশ্চয় আমি তোমাকে জমিনে খলিফা করিয়াছি।" ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ ও এবনো-মছউদ সাহাবাদ্বয়ের মতের সমর্থন করে।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি সাহেব ও আকরম খাঁ সাহেব ব্যাপক অর্থ যুক্তিযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটী আয়ত পেশ করিয়াছেন, প্রথম ছুরা আনয়ামের শেষ রুকুর আয়ত ;—

وهو الذى جعلكم خلئف الارض *

"আল্লাহ তিনি যিনি তোমাদিগকে জমিনের খলিফা স্থির করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়, ছুরা নমলের ৫ রুকুর আয়ত ;—

و يجعلكم خلفاء الارض *

"আর তিনি তোমাদিগকে জমিনের খলিফা করিবেন।"

আমরা বলি, উপরোক্ত দুই আয়তে হজরত আদম (আঃ)এর কোন কথা নাই। কাজেই এই দুই স্থলের খেলাফতের কথাকে হজরত আদমের খেলাফতের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া সমীচীন হইতে পারে না।

খাঁ সাহেবের প্রথম ধোকা, তিনি লিখিয়াছেন ;—

৩৮শ আয়তে আছে, তোমরা অপসৃত হও। আদম ও তাঁহার স্ত্রী পদের তাৎপর্য্য নর ও নারী না হইয়া যদি particular আদম ও হাওয়াই লক্ষীভূত হইতেন—তাহা হইলে দ্বিবচন ব্যবহার না করিয়া বহু বচনাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা কখনই সঙ্গত হইত না।

আমাদের উত্তর ;—

এবনো-জরির, ১।১৮৪।১৮৫ পৃষ্ঠা ;—

আবুছালেহ ও এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, আদম, হাওয়া, ইবলিছ ও সর্প এই চারিজনকে বলা হইয়াছিল, তোমরা বেহেশত হইতে নামিয়া যাও।

মোজাহেদ এক রেওয়াএতে ইবলিছ ও সর্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আবুল-আলিয়া কেবল ইবলিছের কথা বলিয়াছেন।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) যখন সর্পের কথা বলিয়াছেন, তখন হজরতের মুখে শুনিয়াছেন, উহা মরফু' হাদিছের তুল্য, যদি তিনি হজরতের মুখে না শুনিতেন, তবে এইরূপ বলিতেন না।

প্রচলিত তওরাতের আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে এই সর্পের কথা আছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন ;—

قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو *

"তোমরা নামিয়া যাও, তোমাদের একে অন্যের শত্রু হইবে।"

এবনো-জরির তফছিরের ১১৮৫ পৃষ্ঠায় হজরতের এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

سئل رسول الله صلعم عن قتل الحيات فقال رسول الله صلعم خلقت هي و الانسان كل واحد منهما عدو لصاحبه ان رآها افزعته و ان لدغته اوجعته فاقتلها حيث وجدتها *

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সর্পগুলি হত্যা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, সর্প ও মনুষ্য প্রত্যেকে অন্যের শত্রুরূপে সৃজিত হইয়াছে, যদি মানুষ সর্প দেখে, তবে উহাকে ভয় দেখাইয়া থাকে। আর যদি সর্প মনুষ্যকে দংশন করে, তবে তাহাকে যাতনা দিয়া থাকে, কাজেই তুমি উহাকে যেস্থানে পাও, হত্যা কর।"

এই হাদিছটী যেন উক্ত মতের সমর্থন করে। আর যদি সর্পের কথা ব্যতীত বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে ইবলিছের কথা'ত বাতীল বলিবার উপায় নাই।

এই স্থানে আছে ;—

فازلهما الشيطن عنها فاخرجهما مما كانا فيه *

তৎপরে শয়তান উভয়কে তথা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিল এবং তাহারা যে অবস্থায় ছিল উহা হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া ফেলিল।

ছুরা আ'রাফের ২ রুকুতে আছে ;

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوآتهما و قال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخلدين و قاسمهما انى لكما لمن النصحين ⊙

"তৎপরে উভয়কে শয়তান এইহেতু কুমন্ত্রনা দিল যে, উভয়ের যে লজ্জা স্থান গুপ্তছিল, তাহা যেন প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। আর বলিল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে কেবল এইহেতু নিষেধ করিয়াছেন যে, পাছে তোমরা দুই ফেরেশতা হইয়া যাও কিম্বা চিরস্থায়ী হইয়া যাও।

আর সেই শয়তান উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের কল্যাণকামী।"

ছুরা তাহা'র, ৭ রুকু ;—

فوسوس لهما الشيطن قال يآدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ۞

"তৎপরে শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রনা দিয়া বলিল, হে আদম, আমি কি তোমাকে অবিনশ্বর বৃক্ষ ও চির নূতন রাজত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করিব ?"

এই আয়তগুলিতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শয়তান বেহেশত হইতে বিতারিত হইলেও পুনরায় বেহেশতে প্রবেশ করিয়া হজরত আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রনা দিয়াছিল। কাজেই আদম, হাওয়া ও ইবলিছ এই তিন জনকে লক্ষ করিয়া বহুবচনাত্মক শব্দে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা বেহেশত হইতে বাহির হইয়া যাও।

এবনো কছির, ১।১৩৭।১৩৮

فان قيل فاذا كانت جنة آدم اخرج منها فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن ابليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا اجاب الجمهور باجوبة احدهما انه منع من دخول الجنة مكرما فاما على وجه الوقة والاهانة فلا يمتنع *

"যদি বলা হয়, যদি আদমের বেহেশ্ত যাহা হইতে তিনি বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন আছমানে হয়, যেরূপ অধিকাংশ আলেমগণের মত, তবে কিরূপে ইবলিছের সেই বেহেশ্তে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে, অথচ সে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। অধিকাংশ লোক বিদ্বান্ কয়েক প্রকার উত্তর দিয়াছেন, প্রথম উত্তর এই যে, সম্মানের সহিত তাহার বেহেশতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু চুরি করিয়া কিম্বা লাঞ্ছিত ভাবে তাহার বেহেশতে দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ হয় নাই।

ছুরা জেনের—

وانا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسا شديدا وشهبا - انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع - فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ۞

এই আয়তে বুঝা যায় যে, নবি (ছাঃ)এর জামানার পূর্ব্বে জেন জাতি আছমানে উপস্থিত হইত।

আর এক কথা, খাঁ সাহেব উক্ত তফছিরের ৮৪।৮৫ পৃষ্ঠার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া আদমের বেহেশতের অর্থ দুনইয়ার একটী উদ্যান লইয়াছেন, কাজেই তথায় ত ইবলিছের যাতায়ত নিষিদ্ধ নহে।

আরও এক কথা, ছুরা 'তাহা'র ৭ রুকুতে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ;—

قال اهبطا منها جميعا *

"তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে একত্রে বেহেশত হইতে নামিয়া যাও।"

এখন ত খাঁ সাহেবের বহু বচনাত্মক পদের প্রশ্ন একেবারে উড়িয়া গেল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় ধোকা ;—

খলিফা নিয়োগের কথা লিখিয়া ফেরেশতারা বলিতেছেন, তুমি কি এরূপ দুনইয়ায় এরূপ (মানুষকে) খলিফা করিবা, যে যেখানে রক্তপাত ও বিপ্লব ঘটাইতে থাকিবে? নবি কখনই এরূপ হারামে লিপ্ত হইতে পারেনা, অতএব এখানে 'আদম' দ্বারা মানব সমাজকেই বুঝাইতেছে।

আমাদের উত্তর ;—

তফছির কবির, ১।২৬৫, এবনো জরির, ১।১৫৪।

و قوله اتجعل فيها من يفسد فيها المراد ذريته - يكون لخليفة ذرية يكون منهم الا فساد و سفك الدماء *

এই কথাটী হজরত আদমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও তাঁহার উম্মত ও বংশধরগণ উদ্দেশ্য হইবে।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ১।৩৮ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

কখন নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে আয়ত নাজেল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার উম্মতগণ লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকে. যথা—ছুরা ইউনোছ, ১০ রুকু ;—

فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ◎

"আমি তোমার উপর যাহা নাজেল করিয়াছি, যদি তুমি উহাতে সন্দিহান হও, তবে তোমার পূর্ব্বে যাহারা কেতাব পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।"

কোরান শরিফের উপর নবি (ছাঃ)এর সন্দিহান হওয়া একেবারে অসম্ভব, কিন্তু ইহার লক্ষ্যস্থল উম্মতগণ হইবেন।

উপরোক্ত স্থলে হজরত আদম সম্বন্ধে কথা হইলে ও তাঁহার উম্মতও বংশ-ধরগণ লক্ষ্যস্থল হইবেন।

খাঁন সাহেবের তৃতীয় ধোকা ;—

৩৮ শ ও ৩৯ শ আয়তে অপসৃত হওয়ার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইতেছে যে, অতঃপর তাহাদিগের নিকট আল্লার পক্ষ হইতে হেদাএত উপস্থিত হইবে। তখন যাহারা সেই হেদয়াতের অনুসরণ করিবে, তাহারা নির্ভয় হইবে। যাহারা অগ্রাহ্য করিবে, তাহারা চিরস্থায়ী নরকদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এস্থলে প্রত্যেক ক্রিয়া ও সর্ব্ব নামটী বহু বচন রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, আদম ও হাওয়া উদ্দিষ্ট হইলে, দ্বিবচন ব্যবহার করা হইবে। পক্ষান্তরে আদম স্বয়ং আল্লার রাছুল, হেদায়ত কবুল করা না করার কোন কথাই তাহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

আমাদের উত্তর ;—

এবনো জরির, ১।১৮৯।১৯০ পৃষ্ঠা ;—

فالخطاب بقوله اهبطوا و ان كان لآدم و زوجته فيجب ان يكون مراداً به آدم و حواء و ذريتهما فيكون ذلك نظير قوله فقال لها و للارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين بمعنى اتينا بما فينا من الخلق طائعين - و ان كان خطابا من الله جل ذكره لمن اهبط حينئذ من السماء الي الارض فهو سنة الله فى جميع خلقه *

اهبطوا আদম ও তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইলেও উহার উদ্দেশ্যে হইবে—আদম, হাওয়া ও তাঁহাদের বংশধরগণ, ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, কোর-আনে আছে, তৎপরে আল্লাহ আছমানকে ও জমিনকে বলিলেন, তোমরা সন্তুষ্টভাবে হউক, আর অসন্তুষ্টভাবে হউক আমার নিকট উপস্থিত

হও। উভয়ে বলিল, সন্তুষ্টভাবে আসিলাম, অর্থাৎ আছমান ও জমিনের মধ্যে যাহা কিছু আছে সর্বসমেত তোমার বশ্যতা স্বীকার করিলাম।

যদিও সেই সময় যাহারা আছমান হইতে জমিনে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া খোদার পক্ষ হইতে উহা বলা হইয়াছে, তথাচ উহা তাহার সমস্ত বান্দার সম্বন্ধে খোদাই বিধান।"

এবনো-কছির, ১।১৩৯

يقول تعالى محذرا عما انذر به آدم و زوجته و ابليس حين اهبطهم من الجنة و المراد الذرية انه سينزل الكتب و يبعث الانبياء و الرسل ●

"আল্লাহতায়ালা আদম, তাঁহার স্ত্রী ও ইবলিছকে যখন বেহেশত হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে তিনি সংবাদ দিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য তাহাদের বংশধরগণ হইবেন, উহা এই যে, কেতাব নাজেল করা হইবে এবং রাছুল ও নবিগণ প্রেরিত হইবেন। বহুবচন আদম, হাওয়া ও ইবলিছ হিসাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এইরূপ কোরআনে আছে :—

لئن اشركت ليحبطن عملك ◎

"হে মোহম্মদ! যদি তুমি শেরক কর, তবে তোমার আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

এস্থলে তাঁহার উম্মতগণ উদ্দেশ্য হইবে।

খাঁ সাহেবের চতুর্থ ধোকা ;—

ছুরা আ'রাফে বলা হইতেছে আর তোমাদিগকে সৃজন করিলাম, তাহারপর বিশিষ্ট রূপ তোমাদিগকে দান করিলাম, তাহার পর ফেরেশতাগণকে বলিলাম, আদমের জন্য প্রণত হও। এখানে তোমাদিগকে অর্থে নিশ্চয় মানবকে বুঝাইতেছে। এই মানব সমাজকে সৃষ্টি করার ফেরেশতাদিগকে আদমের ছেজদা করার আদেশ দেওয়া হইল, অর্থাৎ মানব সমাজকে ছেজদা দেওয়ার হুকুম দেওয়া হইল। আমাদের তফছিরকারেরা এই আয়তের তফছির করিতে গিয়া এত বেশামাল হইয়া পড়িয়াছেন যে, এস্থলে তোমাদিগকে অর্থাৎ তোমাদের পিতাকে বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর ;—

খাঁ সাহেবের মতে মানব সমাজকে ফেরেশতাগণ ছেজদা করিয়াছিলেন, তৎপরে আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে স্থান দিয়াছিলেন, খাঁ সাহেবের স্বেচ্ছাচার মূলক উদ্ভট মতে উহার অর্থ হইবে, মানবজাতিকে বেহেশতে স্থান দিলাম।

শয়তান মানবজাতিকে ওয়াছ ওয়াছা দিয়া বেহেশত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, ইত্যাদি খাঁ সাহেবের এইরূপ মতের সমর্থক কাদিয়ানি সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহই হইবে না, ফেরেশতাগণ মানব সমাজকে ছেজদা করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি ?

এবনো কছির, ৪ ১৭৩।১৭৪।

هذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير ان المراد بذلك كله آدم عليه السلام - عن ابن عباس و لقد خلقناكم ثم صورناكم خلقوا في اصلاب الرجال و صوروا في ارحام النساء - قال الربيع و السدي و قتادة و الضحاك في هذه الآية اى خلقنا آدم ثم صورنا الذرية و هذا فيه نظر لانه قال بعده ●

ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فدل ان المراد بذلك آدم و انما قيل ذلك بالجمع لانه ابو البشر كما يقول تعالى لبني اسرائيل الذين في زمان النبي صلعم و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوى و المراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى ●

আমি যাহা স্থির করিয়াছি, উহা এবনো জরিরের মনোনীত মত, উহা এই যে, উহার অর্থ আদম (আঃ)। এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, পুরুষদের ঔরষে তাহাদের সৃষ্টি ও স্ত্রীলোকের গর্ভে রূপ গঠন হইয়াছিল।

রবি ছোদি, কাতাদা ও জোহাক বলিয়াছেন, উহার অর্থ—আমি আদমের সৃষ্টি করিয়াছি ও তাহার বংশধরগণের রূপ গঠন করিয়াছি, এই মতটী যুক্তি-যুক্ত

নহে, কেননা আল্লাহ উহার পরে বলিয়াছেন, "তৎপরে আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, তোমরা আদমের সম্মুখে ছেজদা কর।" ইহাতে বুঝা যায় যে, এস্থান কেবল আদম লক্ষ্যস্থল হইবে। এস্থলে বহু বচনাত্মক শব্দ এই হেতু ব্যবহার করা হইয়াছে যে, আদম মনুষ্য জাতির পিতা। যেরূপ আল্লাহ নবি (আ:)এর জামানার বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন, "আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর "মান্ন" ও "ছালওয়া" নাজেল করিয়াছিলাম, উদ্দেশ্যে তাহাদের পিতৃগণ যাহারা মুছা (আ:)এর জামানাতে ছিলেন।

খাঁ সাহেব তোমাদিগকে স্থলে "তোমাদের পিতাকে অনুবাদ করাকে বেশামাল বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিলেন না, এরূপ অনেক শব্দ কোরানের স্থল বিশেষে উহ্য হইয়া থাকে, ইহা প্রকাশ করিয়া দিলে, তফছির কারকগণের বেশামাল হওয়া প্রকাশ করা অভদ্রতা ও গোস্তাখি নহে কি ?

এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি তফছিরে এৎকানের ১।৫৭—৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'ফওজোল কবির'এর ২৫ পৃষ্ঠায় উহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন

(১) ولكن البر من آمن এস্থলে এইরূপ হইবে, ولكن البر بر من آمن কিম্বা ولكن ذا البر من آمن ।

(২) حرمت عليكم امهاتكم এস্থলে হইবে نكاح امهاتكم

(৩) لاذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات এস্থলে হইবে ضعف عذاب

(৪) فى الرقاب এস্থলে হইবে فى تحرير الرقاب

(৫) و اشربوا في قلوبهم العجل এস্থলে হইবে حب العجل

(৬) فقتلت نفسا زكية بغير نفس এস্থলে হইবে بغير قتل نفس

(৭) و اسئل القرية এস্থলে হইবে و اسئل اهل القرية

(৮) على ملك سليمان এস্থলে হইবে على عهد ملك سليمان

(৯) و عدتنا على رسلك এস্থলে হইবে و عدتنا على السنة رسلك

যদি খাঁ সাহেব উপরোক্ত স্থল গুলিতে এক একটী শব্দ উহ্য না মানেন, তবে আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, আর উহ্য মানিলে, তিনি বেশামাল হইয়া যাইবেন কিনা ?

পঞ্চম ধোকা ;—

আয়তেনর ও নারীর পরিবর্ত্তে হজরত আদম ও বিবি হাওয়া অর্থ গ্রহণ করাতে ছুরা আ'রাফের কয়েকটী আয়তের ব্যখ্যায় সাধারণ তফছির কারকগণ হজরত আদমকে মোশরেক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমাদের উত্তর ;—

আয়তটী এই—

هو الذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً فمرت به ـ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشكرين ـ فلما اتهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتهما فتعلى الله عما يشركون ◎

"তিনি তোমাদিগকে এক প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তাহার সম্প্রদায় হইতে তাহার স্ত্রী স্থির করিয়াছেন যেন ইনি তাহার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়। যখন সেই ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিল, সে লঘুতর গর্ভে গর্ভবতী হইল, পরে সে উহার সহিত চলিতে ফিরিতেছিল, পরে যখন সে গুরুভারাক্রান্ত হইল, উভয়ে নিজেদের প্রভু আল্লাহকে ডাকিয়া বলিল, যদি তুমি আমাদিগকে সৎসন্তান প্রদান কর, তবে আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হইব। পরে যখন আল্লাহ উভয়কে সৎসন্তান প্রদান করিলেন, তাহারা আল্লাহ যাহা উভয়কে দান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত অংশী স্থাপন করিল। তিনি তাহাদের অংশী স্থাপন অপেক্ষা সমুন্নত।"

তফছিরে বয়জবী, ৩.৩৮ পৃষ্ঠা ;—

يحتمل ان يكون الخطاب في خلقكم لآل قصى من قريش فانهم خلقوا من نفس قصى و كان له زوج من جنسه عربية قريشية و طلبا من الله الولد فاعطاهما اربعة بنين فسمياهم عبد مناف و عبد شمس و عبد قصى و عبد الدار *

বিশেষ সম্ভব যে خلقكم শব্দ কোরাএশদিগের কোছাই বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কেননা তাহারা এক কোছাই হইতে উৎপন্ন

হইয়াছিলেন, তাহার এক স্ত্রী ছিল আরবী কোরাএশী তাহার নিজ সম্প্রদায় ভূক্তা। উভয়ে আল্লাহর নিকট সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ উভয়কে চারিটী পুত্র দান করিয়াদিলেন। উভয়ে তাহাদের নাম রাখিয়াছিলেন আব্দে মানাফ, আব্দে ছামছ, আব্দে কোছাই ও আব্দেদ্দার।

তিনি আরও বলিয়াছেন, আর যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, হাওয়া বিবি গর্ভবতী হইলে, শয়তান মনুষ্যের আকৃতি ধরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, তোমার গর্ভে চতুষ্পদ কিম্বা কুকুর হইতে পারে। উহা কোন্ দিক হইতে বাহির হইবে, তাহা তুমি কি জান? ইহাতে হজরত হাওয়া (আঃ) ভীত হইয়া হজরত আদম (আঃ)কে জানাইলেন, উভয়ে এজন্য চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে পুনরায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি খোদার প্রিয়পাত্র, আমি খোদার নিকট দোওয়া করিব, যেন তিনি উক্ত সন্তানকে তোমার তুল্য বানাইয়া সহজে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তুমি তাহার নাম আবদুল হারেছ রাখিবা। হারেছ শয়তানের নাম, অর্থ হইল, শয়তানের বান্দা। হজরত হাওয়া উহা স্বীকার করিয়া সন্তানের নাম আবদুল হারেছ রাখিয়াছিলেন।

আল্লামা ইহা জইফ মত বলিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন, নবিগণের দ্বারা ইহা হওয়া সম্ভব নহে।

আল্লামা আবু ছউদ তফছিরে আবু ছউদের ৫।১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لا تعويل عليه كيف لا و انه عليه الصلاة و السلام كان عالما في علم الاسماء و المسميات فعدم علمه بابليس و اسمه و اتباعه اياه في مثل هذا الشان الخطير امر قريب من المحال *

"উক্ত কাহিণীর উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না, কেন অগ্রাহ্য হইবে না, নিশ্চয় উক্ত হজরত আদম (আঃ) সমস্ত নাম ও নামধারীদিগের সমন্ধে অবগত ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে ইবলিছ ও তাহার নাম নাজানা এবং এইরূপ গুরুতর বিষয়ে তাহার অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৩।৩৪১—৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আদম ও হাওয়ার উল্লিখিত কাহিনী বাতীল, (১) আল্লাহ বলিতেছেন, فتعالى الله عما يشركون "লোকেরা যে বিষয়ে শেরক করিয়া থাকে, তিনি তাহা হইতে সমুন্নত।" এস্থলে তিনি বহুবচনাত্মক শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, যদি আয়তে আদম ও হাওয়া উদ্দেশ্য হইত, তবে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার হইত।

(২) আল্লাহ বলিতেছেন ;—

ايشركون ما لا يخلق شيأ وهم يخلقون *

"তাহারা কি এরূপ বস্তুর সহিত শরিক করিয়া থাকে—যাহা কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না, অথচ তাহারাই সৃজিত হইয়া থাকে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা প্রতিমাগুলিকে শরিক স্থির করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতিবাদে ইহা কথিত হইয়াছে এবং এই আয়াতে ইবলিছের কোন আলোচনা হয় নাই।

(৩) যদি ইবলিছের সহিত শেরক করা উদ্দেশ্য হইত, তবে বলা হইত, ايشركون من لا يخلق شيأ। কেননা বুদ্ধিমান জীবের জন্য من শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ما শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

(৪) হজরত আদম (আঃ) ইবলিছকে খুব ভালরূপে চিনিতেন, সমস্ত বিষয়ের নাম জানিতেন, ইহা কোরানের وعلم آدم الاسماء كلها এই আয়াতে আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইবলিছের নাম যে হারেছ, তাহা তিনি অবগত ছিলেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে এত বড় শত্রুতা ছিল এবং ইবলিছের নাম হারেছ, ইহা তিনি জানিতেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি কিরূপে নিজের পুত্রের নাম আবদুল হারেছ রাখিবেন! আর কিরূপে অন্যান্য নামগুলি নির্ব্বাচন করার পথ তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল যে, এই নাম ব্যতীত অন্য নাম রাখিতে পারিলেন না।

(৫) আমাদের মধ্যে কাহারও কোন পুত্র জন্মিলে, কল্যানের আশাযুক্ত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় তাহার নিকট কোন লোক উপস্থিত হইয়া সেই পুত্রের এইরূপ নাম রাখিতে অনুরোধ করিলে, সে তাহাকে কঠিন তিরস্কার করিয়া

থাকে, আর হজরত আদম (আঃ) নবি ছিলেন, বহু এসম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইবলিছের কুমন্ত্রনার জন্য তিনি যে পদস্খলিত হইয়াছিলেন, এজন্য বিশেষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি এতটুক কথা বুঝিতে পারিলেন না? যে অপকার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে ওয়াজেব, কিরূপে তিনি তাহা অনবগত থাকিয়া যাইবেন?

(৬) যদি তিনি নিজের পুত্রের নাম আবদুল হারেছ রাখিয়া থাকেন, তবে ইহা তাহার علم হইবে, কিম্বা ছেফাতি নাম হইবে। علم হইলে, উহার কোন স্বতন্ত্র অর্থ হয় না, কেবল একটী মানুষ বুঝা যায়, ইহাতে শেরক হইতে পারে না।

আর ছেফাতি নাম হইলে, ইহার এইরূপ অর্থ হইবে যে, হারেছের সৃজিত বান্দা, ইহাতে হজরত আদমের কাফের হওয়া সপ্রমাণ হয়, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান মানুষ এইরূপ মত ধারণ করিতে পারে না।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত কাহিনী বাতীল, কোন বুদ্ধিমান মানুষ উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। কাফ্ফাল বলিয়াছেন, ইহা মোশরেকদিগের অবস্থা, ইহার অর্থ এইরূপ হইবে—আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে একটী পুরুষের ঔরষে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার স্ত্রীকে মানব শ্রেণী হইতে স্থির করিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমে সন্তান হইলে, তাহারা এসম্বন্ধে শরিক করিয়া থাকে, নেছারিদল বলিয়া থাকে, প্রকৃতির দ্বারা ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, জ্যোতির্বিগণ বলেন, নক্ষত্র মালা কর্ত্তৃক ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। পৌত্তলিক দল বলিয়া থাকে, প্রতিমার দ্বারা ইহার সৃষ্টি হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন, এইরূপ শেরেক হইতে খোদা অতি পবিত্র। ইহা অতি সত্য ও সুন্দর জওয়াব। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ এই যে, কোরায়েশদিগের কোছাই বংশধরদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছিল, অর্থ এই—আমি তোমাদিগকে এক কোছাই হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার স্ত্রীকে আরাবি কোরায়েশী তাহার সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়াছি, তাহারা সৎ অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিল, যখন আল্লাহ উভয়কে তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী সন্তান প্রদান করিলেন, তখন উভয়েই শেরেক করিয়া তাহাদের নাম আব্দেমানাফ আবদুল ওজ্জা, আব্দে কোছাই ও আবদুল্লাৎ নাম রাখিলেন। কোছাই তাহার

স্ত্রী ও তাহার বংশধরগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুবচনাত্মক ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, যদি ইহা আদম ও হাওয়া বিবির ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে ইহার অর্থ এইরূপ হইবে, মোশরেকেরা বলিত যে, আদম (আঃ) প্রতিমা পূজা করিতেন, ইহার নিকট কল্যাণ কামনা ও বিপদ উদ্ধার কামনা করিতেন, এইহেতু আল্লাহ তাহাদের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, যদি তুমি আমাদিগকে সুসন্তান প্রদান কর, তবে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। তৎপরে যখন আল্লাহ তাহাদিগকে সুসন্তান প্রদান করিলেন, তখন তাঁহারা কি তাহার সহিত শরিক করিয়াছিলেন? ইহা জিজ্ঞাসাস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহারা যে শেরক করিয়া থাকে এবং হজরতআদম (আঃ)র উপর শেরেক করার দোষারোপ করিতেছে, আল্লাহ ইহা হইতে অতি পবিত্র।

(২) এস্থলে اولاد هما উহ্য আছে, মূলে এবারত এইরূপ হইবে।

جعل اولاد هما له شركاء فيما آتى اولاد هما *

"উভয়ের সন্তানগণ যাহা তিনি তাহার সন্তানগণকে প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত শরিক স্থির করিল।"

কোরআনে এইরূপ ভাব উহ্য থাকার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেরূপ واسئل القرية গ্রামকে জিজ্ঞাসা কর। মূলে হইবে واسئل اهل القرية গ্রামের অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা কর।"

(৩) আদম ও হাওয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, সন্তানকে কেবল আল্লাহর খেদমত ও বন্দিগির জন্য সর্ব্বতোভাবে অকৃফ করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহারা ইহার পরে একবার তাহার দ্বারা পার্থিব কার্য্য সরবরাহ করিতেন, আর একবার খোদার খেদমত ও এবাদত করিতে হুকুম করিতেন, ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে এবাদত হইলেও কিন্তু যাহা নেককারদিগের নেকী, তাহা নৈকট্যপদপ্রাপ্তদিগের পক্ষে গোনাহ, এই হিসাবে বলা হইয়াছে, শরিক স্থাপন হইতে আল্লাহ পবিত্র।

ইহা যেরূপ হাদিছ কুদছিতে আছে;—

انا اغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملاً اشرك فيه غيرى تركته و شركه *

"আমি পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদের চেয়ে শেরেক হইতে সমধিক পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করে যে, উহাতে আল্লা ব্যতীত অন্যকে শরিক করে, আমি তাহাকে ও তাহার শেরেকে ত্যাগ করি।"

এইরূপ অর্থ লইলে, সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

(৪) তাহারা হারেছ কর্ত্তৃক দোওয়া প্রাপ্ত হইয়া বিপদ ও পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এইহেতু আবদুল হারেছ নাম রাখিয়াছিলেন যে, উহার অর্থ এইরূপ হইবে—হারেছের দাস ও তাবেদার। যেরূপ বলা হইয়া থাকে, انا عبد من تعلمت منه حرفا "আমি যাহার নিকট হইতে একটী অক্ষর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি তাহার দাস।"

ইহাতে তাহার খোদার বান্দা হওয়ার বিঘ্ন হইতে পারে না। যেহেতু নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের পক্ষে নেককারদিগের নেকী গোনাহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই হেতু খোদা এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী নাজেল করিয়াছিলেন।

আল্লামা আলুছি 'তফছিরে রুহোল মায়ানির ২।১৮৩—১৮৪ পৃষ্ঠায় এমাম রাজির ন্যায় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি কাতাদা ও হাছান ও এবনোল মনির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একটী প্রাণী ও তাহার স্ত্রীর অর্থ আদম ও হাওয়া নহে। কোন একটী পুরুষ ও স্ত্রী উহার অর্থ হইবে। আবু মোছলেম ও ছোদী বলিয়াছেন, আদম ও হাওয়া অর্থ হইলেও উহার শেষাংশ আরবের মোশরেকদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে; শব্দের হিসাবে উহার সহিত যুক্ত হইলেও অর্থের হিসাবে পৃথক ধরিতে হইবে।

যদি কেহ বলেন, উহার আদ্যান্ত হজরত আদম ও হাওয়ার ঘটনা বলিয়া প্রাচীনগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদুত্তরে বলা হইবে, অন্যান্য মতগুলিও প্রচীনগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

খাঁ সাহেবের স্বমতাবলম্বী নবাব ছিদ্দিক হাছান খাঁ সাহেব ফৎহোল বায়ানের ৩।৪১৯।৪২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তেরমেজি, আহমদ, আবুইয়ালি, এবনো জরির, তেবরানি, হাকেম প্রভৃতি হজরতের এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন, "যখন হাওয়া সন্তান প্রসব করিলেন, ইবলিছ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার সন্তান জীবিত থাকিত না। শয়তান বলিল, তাহার নাম আবদুল হারেছ রাখ, ইহাতে সে জীবিত থাকিবে। হাওয়া বিবি তাহার নাম আবদুল হারেছ রাখেন, সন্তানটী জীবিত থাকিল।

ইহা শয়তানের উপদেশ ও আদেশ।

ইহাতে বুঝা যায় যে, সেই নাম হাওয়া বিবি রাখিয়া ছিলেন, হজরত আদম এইরূপ নাম রাখেন নাই। যদি কেহ বলে, যদি আদম ইহাতে শরিক না থাকিতেন, তবে جعلا له شركاء এস্থলে দ্বিবচন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই, একবচন স্থলে দ্বিবচন, বরং বহুবচন অনেক স্থলে আরবদের বাক্যাবলী ও কোরান মজিদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) কোরানে আছে।

فتلقى آدم من ربه كلمات *

এস্থলে একবচনাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার পরে ربنا ظلمنا انفسنا তৎস্থলে বহু বচনাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) فلا جناح عليهما فيما افتدت به "স্ত্রী খোলা করিলে, উভয়ের দোষ নাই।" এস্থলে কেবল স্বামীর কোন গোনাহ হইবে না, ফার্রা বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৩) نسيا حوتهما "মুছা ও ইউশা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন", এস্থলে হইবে, ইউশা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, মুছা ভুলিয়া যান নাই, একবচন স্থলে দ্বিবচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان "উভয় সমুদ্র হইতে মুক্তা ও প্রবাল বাহির হইয়া থাকে।" কেননা লবনাক্ত সমুদ্র হইতে মুক্তা ও প্রবাল বাহির হইয়া থাকে, এস্থলে এক বচনাত্মক সর্ব্বনাম হইবে, তদ্স্থলে দ্বিবচনাক্ত সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) يا معشر الجن و الانس الم يأتكم رسل منكم "হে জেন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, তোমাদের নিকট তোমাদের শ্রেণী হইতে রাছুলগণ কি আগমন করেন নাই?"

জেনদের মধ্য হইতে রাছুলগণ প্রেরিত হন নাই, কেননা মানবজাতির মধ্য হইতে রাছুলগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে।

(৬) القيا في جهنم "উভয়কে দোজখে নিক্ষেপ কর।" একবচন স্থলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে ;—

(৭) হাদিছে আছে ;—

اذا سافرتما فاذنا

যখন উভয়ে ছফর করিবে, তখন উভয়ে আজান দিবে, এস্থলে "একজন আজান দিবে" হইবে।

নওয়াব ছাহেব হাদিছটী ছহিহ ধারনা করিয়া এরূপ জওয়াব দিয়াছেন— যাহাতে হজরত আদম (আঃ) নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হন।

এমাম এবনে কছির কিন্তু হাদিছটী জইফ প্রমাণ করিয়াছেন।

তফছিরে এবনো কছির, ৪।২৭৬—২৭৮ পৃষ্ঠা ;—

এমাম আহমদ ওমার বেনে এবরাহিম হইতে, তিনি হাছান হইতে, তিনি ছোমরা হইতে, তিনি নবি (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "যখন বিবি হাওয়া সন্তান প্রসব করিলেন, শয়তান তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার সন্তান জীবিত থাকিত না, শয়তান বলিল, তাহার নাম আবদুল হারেছ রাখ, ইহাতে সে জীবিত থাকিবে, বিবি হাওয়া তাহার নাম হারেছ রাখিলেন, সন্তানটী জীবিত থাকিয়া গেল। ইহা শয়তানের কুমন্ত্রনা ও আদেশ।

এবনো জরির ও তেরমেজি উহা হাছান গরিব বলিয়াছেন, আমি ওমার বেনে এবরাহিম ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ত্তৃক ইহা জানিনা, কেহ ইহা আবদুছ ছামাদের রেওয়াএত বলিয়াছেন, রাছুলের কথা বলেন নাই। হাকেম উহা মরফু ও ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি বলি, এই হাদিছটী তিনটী কারণে—'মোয়াল্লাম (গুপ্তদোষে দোষান্বিত), প্রথম এই যে, ওমার বেনে এবরাহিমকে এবনো মইন বিশ্বাস-ভাজন বলিলেও আবু হাতেম রাজি বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিছ প্রামাণ্য নহে।

দ্বিতীয়, উহা ছাহাবা ছোমরার কথা, উহা হজরতের কথা নহে, এবনো জরির উহা ছোমরার কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয়, হাছান বাছারি উক্ত আয়তের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাঁহার মতে ছোমরার রেওয়াএতটী হজরতের হাদিছ হইতে, তবে তিনি উহা ত্যাগ করতঃ আয়াতের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন না। এবনো জরির হাছান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, جعلا له شركاء فيما آتاهما ইহা কোন ধর্ম্মাবলম্বিদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহা আদমের জন্য নহে।

আরও তিনি অন্য ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা আদমের বংশধরগণের মধ্যে মাশরেকদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, ইহা য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে সন্তান দিলে, তাহারা তাহাদিগকে য়িহুদী ও খৃষ্টান বানাইয়া লইত। এইগুলি ছহিহ ছনদে হাছান হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তফছির। আয়তের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সমধিক উৎকৃষ্ট। যদি তাঁহার নিকট হাদিছটী ছহিহ হইত, তবে তিনি ও অন্যান্য লোক পরহেজগারি সহ ও উহা ত্যাগ করিতেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উহা ছাহাবার কথা, ইহাও সম্ভব যে, কা'বা অহ্‌হাব বেনে মোনাবাহ প্রভৃতি যে আহলে কেতাবগণ মুছলমান হইয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবনো-জরির এবনো-আব্বাছ হইতে অনেক তাবেয়ির ছনদে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো-আবিহাতেম রেওয়াএত করিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ উহা আহলে কেতাব ওবাই বেনে কা'ব হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা আহলে কেতাবের রেওয়াতে। হজরত বলিয়াছেন, আহলে কেতাব সম্প্রদায় কিছু বলিলে, উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিও, মিথ্যা বলিও না।

আহলে-কেতাবদিগের রেওয়াএত তিন প্রকার, এক প্রকারের সত্যতা কোরাণ ও হাদিছ হইতে বুঝা যায়। আর এক প্রকারের অসত্যতা কোরাণ ও হাদিছ হইতে বুঝা যায়। আর এক প্রকারের কিছু জানার

উপায় নাই। এই তৃতীয় প্রকার সম্বন্ধে হজরত বলিয়াছেন, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج "বণি ইছরাইল হইতে রেওয়াএত কর, ইহাতে দোষ নাই।" এই আদম ও হাওয়ার কাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়াতে সন্দেহ আছে। যে ছাহাবা ও তাবেয়ি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বুঝিয়াছেন।

আমরা হাছান বাছারির মত'বলম্বন করিয়াছি। উহার অর্থ আদম ও হাওয়া নহে, উহার অর্থ তাঁহার মোশরেক বংশধরগণ, এইহেতু تعالی الله عما یشرکون বহুবচনাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। খাঁ সাহেব খলিফা ও আদম শব্দ দ্বারা মানব জাতি অর্থ গ্রহণ করিতে এই পঞ্চম কথাটী কি জন্য উপস্থিত করিলেন? এস্থলে ত 'আদম' শব্দ নাই, বলা বহুল্য ইহা তাঁহার খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছু বলা যা না।

সমাপ্ত